সুখময় জীবনের খোঁজে



মাওলানা তারিক জামিল

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

মাওলানা তারিক জামিল

সুখময় জীবনের খোঁজে

হাফেয মাওলানা আমিন আশরাফ

স্বামী-স্ত্রীর উদ্দেশ্য মাওলানা তারিক জামিল

সুখময় জীবনের খোঁজে

অনুবাদ

হাফেয মাওলানা আমিন আশরাফ

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

মাওলানা তারিক জামিল

সুখময় জীবনের খোঁজে

অনুবাদ	হাফেয মাওলানা আমিন আশরাফ
পঞ্চদশ মুদ্রণ	এপ্রিল ২০২৫
প্রথম প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৫
গ্রন্থস্বত্ব	রাহনুমা প্রকাশনী
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স প্যারিদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। শোরুম ২: ৪নং, কওমী মার্কেট, ১ম তলা, ৬৫ প্যারিদাস রোড, ঢাকা। যোগাযোগ-০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯১৫-৪৬২৬০৮

মূল্য ঃ ১৮০.০০ (একশ আশি টাকা মাত্র)

SUKHOMOY JIBONER KHONZE

Writer- Mawlana Tarique Jamil. Transleted by Mawlana Amin Ashraf

Market & Published by: Rahnuma Prokashoni. Price: Tk. 180.00, US $ 05.00 only.

ISBN 978-984-91118-9-4

E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

উৎসর্গ

আব্বু আম্মু
ও
বিশিষ্ট দাঈ, সংগঠক, লেখক-অনুবাদক
মাওলানা লাবীব আবদুল্লাহ-কে
তাঁদের সহযোগিতা না পেলে আমার
এ পথে আসা ছিল
কল্পনাতীত...!!

অনুবাদকের কথা

'কে সে জন'- বইয়ের মাধ্যমে মাওলানা তারিক জামিল-এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাম-যশ-খ্যাতি এবং বিশ্বব্যাপী দীনের একনিষ্ঠ দাঈ হিসেবে তাঁর কথা তাবলীগের মুরব্বিদের আলোচনায় শুনতে থাকি।

'সুখময় জীবনের খোঁজে' বইটি ৩ মার্চ ২০১৪ থেকে ৫ জুন পর্যন্ত The Relationship between the Husbant and Wife শিরোনামে দেয়া তাঁর ৮টি সিরিজ আলোচনার একটি অনূদিত গ্রন্থ। আলোচনা সঙ্কলনটির কাজ করতে গিয়ে তাঁকে অন্যরূপে আবিস্কার করি। হৃদয়-মন নিজের অজান্তেই এ মহান মানুষটির প্রতি সমর্পিত হয়ে যায়।

এই গ্রন্থে তিনি আলোচনার দীপ্তি ছড়িয়েছেন সরাসরি কুরআনুল কারীম থেকে। অন্তর্ভূক্তি পেয়েছ নবী-সাহাবী, ও তাবেঈদের জীবনের মূল্যবান অংশও। তাঁর আলোচনায় আয়াতের পূর্ণাঙ্গ অর্থ ও উদ্ধৃতি ছিল না; উল্লেখিত আয়াতের অনুবাদগুলোর ভাষান্তর ও উদ্ধৃতি নিয়েছি বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তরজমার অনুসরণে।

আল্লাহ তাআলার অশেষ অনুগ্রহ ও কল্যাণে অনেক কম সময়ে বইটির কাজ শেষ করতে পেরেছি। বইটির সম্পাদনা, নাম নির্বাচন, পরিকল্পনাকারী, এবং মূল আলোচনাগুলোর সংগ্রাহকসহ বইটির সঙ্গে জড়িত সকলের জন্য আমি দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

একক বিষয়ে তাঁর ধারাবাহিক আলোচনার এটি একটি সর্বশেষ প্রাপ্ত সঙ্কলন। পরবর্তীতে এ-বিষয়ের আরও ধারাবাহিক আলোচনা সংযোজন করার আশা করছি, ওয়ামা তাওফীকী ইল্লাহবিল্লাহ।

বইটিতে অনিচ্ছাকৃত কিছু মুদ্রণ ভুল থেকে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু না। আশাকরি সহৃদয় পাঠকগণ দয়া ও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে অনুপ্রাণিত করবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দীনের পথে কবূল করুন। আমীন।

অনুবাদক
সূত্রাপুর, ঢাকা।
৩১. ১২. ২০১৪

সূচিপত্র

বয়ান-১

মানবজাতির সূচনা ও পরিসমাপ্তিতে স্বামী-স্ত্রী—১১
স্ত্রীকে অনুমতি দিতাম যেন স্বামীকে সিজদা করে—১৩
কারও অবাধ হস্তক্ষেপে স্বামী-স্ত্রীতে যেন ফাটল না ধরে—১৪
স্ত্রীকে তালাক দিলে আরশ কাঁপতে থাকে—১৫

বয়ান-২

দু-জাহানের সর্দারের ওলিমা—১৮
আসমানে বিয়ে—১৯
ঈজাব-কবূল ছাড়া বিয়ে হবে না—১৮
জীবন্ত মুজিযা—২১
জান্নাতি মহিলাদের সর্দার হযরত ফাতিমা রাযি.-এর ওলিমা—২২
বিয়ে সমাজের বংশীয় দর্পণ—২৬

বয়ান-৩

কেমন হওয়া উচিত বিয়ে-শাদীর সূচনা—২৯
বিয়ের সূচনা পর্ব—২৯
নবীর পরশে ধন্যরা এমনিই হন—৩২
আলী ও ফাতিমার মধ্যে সন্ধি করে দিয়েছেন আল্লাহর নবী—৩৪

বয়ান-৪

দুজন দুজনের কাছে পোশাকস্বরূপ—৩৮
যে দেশে আত্মহত্যা করা জায়েয—৩৮
স্বামী একে অপরের জন্য সৌন্দর্যস্ফুরণ! —৩৯
সাবধান স্ত্রীর গায়ে হাত তুলবেন না—৪১
একে অপরের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ করা—৪২
সীমাতিরিক্ত শাসন সন্তানকে হঠকারী বানিয়ে দিতে পারে—৪৩

একে অপররের দোষ ত্রুটি বরদাশত করা—৪৩
হাদিয়া-তোহফা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে—৪৪

বয়ান-৫

পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা প্রকাশ করুন—৪৭
স্বামীর জন্য উচিত স্ত্রীর জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা করা—৫১
একে অপরকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে—৫৩

বয়ান-৬

আল্লাহ তাআলার বড়ো বড়ো নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হল স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সু-সম্পর্ক —৫৬
বড়ো অলৌকিক ঘটনা হল— তাঁর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি—৬৩
স্বামীর হকের প্রতি খেয়াল রাখুন—৬৪
সাবধান! বাবা-মার সঙ্গে অসদাচারণ করা থেকে—৬৫
স্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্থিত অভিযোগ যাচাই-বাছাইয়ের অভ্যাস করুন—৬৫
হযরত রাবিয়া বসরী রহ.-এর স্বামীর প্রতি আনুগত্য—৬৭
স্ত্রী ও বাচ্চাদের জন্য একটা স্পেশাল সময় নির্ধারণ করুন—৬৮
স্ত্রীদের সঙ্গে আল্লাহর নবীর আনন্দ-খুশি—৬৯

বয়ান-৭

কেমন হওয়া উচিত দুজনের মধ্যকার সম্পর্ক—৭১
দুজন দুজনের হক আদায় করতে হবে—৭৫
ফেরাউনের স্ত্রীর ঈমান—৭৭

বয়ান-৮

পরিবার ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তাআলার এক অপার দান—৮১
আত্মাহত্যার দেশে—৮২
কেউ একশতে এক শ পায় না—৮৪
জবানকে সংযত করুন—৮৬

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

বয়ান-১

সুখময় জীবনের খোঁজে

সোমবার, ৩ মার্চ ২০১৪

মানবজাতির সূচনা ও পরিসমাপ্তিতে স্বামী-স্ত্রী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْئٌ وَّهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرِ

وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَهَ اِلّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدِ نَا وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَّا بَعْدُ.

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী!

একটি কথা সবার কাছে আরজ করতে চাই। কয়েকদিন আগে আমার ছেলে আসেম-এর ওলিমা ছিল। এ-সম্পর্কিত কিছু কথা ওই অনুষ্ঠানে বলেছিলাম। সে কথাগুলো আজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাচ্ছি–

সম্পর্কের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বিপদজনক এবং সবচেয়ে বড় সম্পর্ক হল— 'মিয়াবিবি' বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে— হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়া আলাইহাস সালাম। মানুষ সৃষ্টির শুভ সূচনা ঘটে স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে। আর এই দুজনের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবজাতি অস্তিত্ব লাভ করে।

যখন তাঁদের সন্তান হয়— তখন তারা বাবা-মা হন।

যখন সন্তানদের বিয়ে দেওয়া হয়— তখন শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী হন।

যখন তাদেরও সন্তান হয়— তখন তারা দাদা-দাদী এবং নানা-নানী হন।

সুতরাং মানুষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল— স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। এর পরিসমাপ্তিও আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমেই করবেন। তার অর্থ হল, কিয়ামত পর্যন্ত এ-বন্ধন টিকিয়ে রাখবেন। আমরা আশা করব, আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়া ও করুণায় আমাদের

সবাইকে জান্নাতে পৌঁছাবেন। সারা দুনিয়ায় কালিমার দাওয়াত সকল উম্মতের কাছে পৌঁছাবেন।

জান্নাতে যে জীবন-যাপন আল্লাহ তাআলা সংরক্ষিত রেখেছেন, তা স্বামী-স্ত্রীর জন্যই লুকায়িত রেখেছেন-

জান্নাতে প্রত্যেক পুরুষ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অবস্থান করবে।

প্রত্যেক মহিলা তার স্বামীর সঙ্গে বসবাস করবে।

জান্নাতে পরস্পরে মেলা-মেশা, দুজন দুজনের নিকট থেকে আরও নিকটে, কাছ থেকে আরও কাছে অবস্থান করবে। সেখানে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করার সব রকম সুব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা তাদের দুজনের জন্য রেখেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে পাকে বলেছেন–

جَنَّةُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ.

অর্থ– স্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও, এবং ফিরিশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (সূরা রা'দ :২৩)

স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন সবাই একে অপরের কাছাকাছি বসবাস করবে। কিন্তু জান্নাতে প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রী আলাদা আলাদা অবস্থান করবে।

তাই, আমরা বলতে পারি, মানবজাতির শুরুটা স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে এবং এর শেষটাও আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমেই করবেন। দুনিয়াতে যত বিয়ে শাদী হবে— পুরুষ-মহিলা, ছেলে-মেয়ের! তাদের কারও বিয়ে যদি ভেঙে যায়; আল্লাহ তাআলার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তাঁদের মধ্যে যারা জান্নাতী হবে, জান্নাতে নেক আমলের স্তর অনুযায়ী তাদের পরস্পরের মাঝে আল্লাহ তাআলা বিয়ে দিয়ে দেবেন। তারা জান্নাতে সুখে-শান্তিতে অনন্তকাল বসবাস করবে।' মানবজাতির সূচনাও স্বামী-স্ত্রী এবং এর সমাপ্তিও স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদের বুঝালেন যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা যেনতেন নয় অনেক গুরুত্বের দাবি রাখে।

স্ত্রীকে অনুমতি দিতাম যেন স্বামীকে সিজদা করে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাকে এমনভাবে মজবুত করেছেন, কোনো কারণেই যেন তাঁদের দুজনের মধ্যে ফাটল, ঝগড়া-ফাসাদ এবং বাকবিতণ্ডা না হয়। আপনাদের সামনে একটি হাদীস পেশ করতে চাই!

'সিজদা!' আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত অনুযায়ী শুধু আল্লাহ তাআলার জন্যই। সেটা ইবাদতের সিজদা হোক, তাজিম বা সম্মানের সিজদা হোক না কেন; তা শুধু আল্লাহ তাআলার জন্যই হবে। তিনি ছাড়া অন্য কারও কাছে মাথা নত করার অনুমতি আল্লাহ তাআলা কাউকে দেন নি। এমনকি তাঁর শেষ নবী আকায়ে নামদার তাযদারে কায়েনাত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও দেন নি। কিন্তু একটি আশ্চর্য কথা হল, তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

'এক আনসারীর বাগানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেলেন। একটা উট রাসূলকে দেখে দৌড়ে এসে সিজদা করল। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উট আপনাকে সিজদা করতে পারলে আমরাও তো আপনাকে সিজদা করতে পারি!' নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার আনিত শরীয়তে-ইসলামী বিধান অনুযায়ী আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকেই সিজদা করার অনুমতি নেই। তবে আমি যদি কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তবে স্ত্রীকে অনুমতি দিতাম যেন সে তার স্বামীকে সিজদা করে।' তিনি বলতেই থাকেন, 'এরপর যদি কাউকে অনুমতি দিতাম, তাহলে সন্তানকে দিতাম, যেন তারা মা-বাবাকে সিজদা করে।'

এখানে মা-বাবা যেহেতু মুরব্বি তাই তারা সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। তারাও সিজদা পাবার সবচেয়ে বেশি হকদার। তবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি তাগিদ-গুরুত্ব প্রদান করেছেন স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে, যেহেতু মানবজাতির সূচনা ও সমাপ্তিতে স্বামী-স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'যদি আমি মানুষের মধ্যে কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম তবে স্ত্রীকে বলতাম সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।'

কারও অবাধ হস্তক্ষেপে স্বামী-স্ত্রীতে যেন ফাটল না ধরে

আমাদের সমাজে বহিরাগত হস্তক্ষেপের কারণে স্বামী-স্ত্রীর অটুট বন্ধন মুখ থুবড়ে পড়ে। এ বিষয়টা আমাদের সমাজে এমনভাবে ঘাঁপটি মেরে আছে, বাবা-মা অনেক সময় স্বামীর-স্ত্রীর মাঝে কোনো বিষয়ে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেন এবং অনধিকার চর্চা করেন, যার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধুময় সম্পর্কে ফাটল ধরে। এমনকি এই চর্চাটা কোনো সময় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের পরিসমাপ্তিও ঘটিয়ে থাকে। কখনও মেয়ের বাবা-মার কারণেও এই সুখ-আনন্দময় সম্পর্কটা আস্তে আস্তে ফিঁকে হয়ে আসে।

বিয়ের পর স্ত্রীর উপর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল, সে যেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করে। স্বামীকে খুশি করার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়, কিন্তু অনেক সন্তান-সন্ততিই মা-বাবার অন্যায় প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের সোনালি সংসার বিনাশের বিষ প্রয়োগ করে। অনেক সন্তানই–

'আমার মা,

আমার বাবা,

আমার ভাই,

আমার বোন,'-এর অন্ধ প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের সংসারে আগুন লাগায়।

মা-বাবাকে সম্মান করা একটা পবিত্র দায়িত্ব।

ছেলে তার বাবা-মাকে সম্মান করবে।

মেয়ে তার বাবা-মাকে সম্মান করবে।

স্বামী তার স্বজনদের সম্মান করবে।

স্ত্রীর তার স্বজনদের সম্মান করবে।

তাই বলে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ে তাদের প্রতি 'আল্লাহ প্রদত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক'-এর বলিদান করবে না। এ কথার অর্থ হল, বাবা-মা এবং অন্যান্য স্বজনরা তাদের নিজ নিজ জায়গায় অবশ্যই সম্মান পাবেন, তবে তাদের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে তাদের অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে স্বামী যেমন স্ত্রীকে অবহেলা বা অসম্মান করতে পারবে না, তেমনি স্ত্রীও স্বামীকে অসম্মান করতে পারবে না। স্বামী-স্ত্রী নিজ সম্পর্ককে অটুট রেখে, নিজের জায়গায় অনড় থেকে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে যেতে হবে।

আমি বড় দুঃখের সঙ্গে বলছি, এই ধরনের ঘটনা আমাদের দেশে হয়েছে এবং হয়েও চলেছে! স্বামী-স্ত্রী দুজনের পবিত্র সম্পর্কের মাঝে কাউকে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয়া যাবে না, যাতে দুজনের সম্পর্কের ভরাডুবি সম্পন্ন হয়। এমন যেন না হয়—

সন্তানের কারণে বাবা তার মাকে অসম্মান করে,

সন্তানের কারণে মা তার বাবাকে অসম্মান করে।

সন্তানের ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারবে না। তেমনি স্ত্রীরও উচিত হবে সেও যেন তার স্বামীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করে।

আমি অনেক শুনেছি এবং দেখেছি যে, নিজের সন্তানের কারণে স্ত্রী স্বামীর হক নষ্ট করছে।

অনেক অভিভাবক তার সন্তানের মুহাব্বতের কারণে তার স্ত্রীর হক নষ্ট করছে। সন্তান-সন্ততি অবশ্যই বাবা-মার স্নেহাস্পদ, তবে এই সম্পর্ককে এতোটা নিয়ন্ত্রণহীন করা যাবে না, যাতে দুজনের সম্পর্ক হয়ে যায় একটা ডুবন্ত তরী।

আল্লাহ তাআলা এ-বন্ধনকে মজবুত ও অটুট রাখার জন্য কুরআন পাকে অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, অন্যদিকে এ-ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

স্ত্রীকে তালাক দিলে আরশ কাঁপতে থাকে

ফুকাহায়ে কেরামের একটি কথা আপনাদের বলছি,

'এক লোক বলল, ইনশাআল্লাহ! আমার প্লট মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দিলাম।'

ইনশাআল্লাহ মানে হল যদি আল্লাহ চান, এখানে লোকটি বলেছে, 'আল্লাহ চাইলে!' ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, লোকটির প্লট ওয়াকফ হয়ে যাবে, কখনো সে তার প্লট ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু এই লোকই যদি এটা বলে, 'ইনশাআল্লাহ আমার স্ত্রী তালাক!' তখন ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, 'এ তালাক হবে না,' কারণ, সে তার স্ত্রীর তালাকটা চাচ্ছে, আর তা আল্লাহ তাআলা চাইলে। সহজ কথায়, 'আল্লাহ যদি চান তাহলে আমার স্ত্রী তালাক।' আর এই তালাক পতিত না হওয়ার কারণ হল,

আল্লাহ কখনো চান না কারও স্ত্রী তালাক হোক। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আলী! তালাক থেকে বাঁচা উচিত। যখন কেউ কোনো কারণে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তখন আল্লাহ তাআলার আরশ কাঁপতে থাকে। আল্লাহ তাআলা এ-সম্পর্কের শুভ সূচনা করেছেন সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখার জন্য, সম্পর্ক শেষ করে দেওয়ার জন্য না।' তিনি এ-সম্পর্কের চমৎকার রূপ দিয়েছেন। অনেক সুন্দর করে গড়ে তুলতে বিধানও দিয়েছেন, সুন্দরের পরিপূর্ণতার জন্য বিধানের বাস্তবায়নের জোর তাগিদ দিয়েছেন।

সম্মানিত উপস্থিতিদের বলব, এ-সম্পর্কটাকে সুন্দর রাখতে এবং একে মর্যাদাময় করে তুলতে আশপাশের সম্পর্ক বজায় রেখে— আশপাশ মানে অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে এ উভয়ের সুখময় সম্পর্ককে স্থায়ীত্ব করে তোলা উচিত। অন্যান্য সম্পর্কে এমনভাবে না দেখা, যাতে স্বামী-স্ত্রীর জীবন টালমাটাল হয়ে পড়ে। নিজেদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

তো! জীবন আরও সুন্দর এবং আরও সুখময় হয়ে উঠুক, যাতে সন্তান-সন্ততির উপর এর প্রভাব পড়ে এবং উভয় খান্দানের উপর এই সুন্দরের আছর পড়ে। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন!

বয়ান-২

সুখময় জীবনের খোঁজে

সোমবার, ৩ মার্চ ২০১৪

দু-জাহানের সর্দারের ওলিমা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

উপস্থিত সমস্ত ভাই ও বন্ধুরা!

আপনাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, এ মুবারক মাহফিলে উপস্থিত হয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। এটা একটা ওলিমা মানে বিয়ের পর খাবারের মজলিস, কিন্তু এটা আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। এখানে যারা এসেছেন, আমরা যারা তাদের মেজবান যারা খাবার তৈরি করেছেন এবং খাবার পরিবেশন করবেন, সকলেই এ-সুন্নত পালনের সমান অংশীদার। দেখতে যদিও এটা একটা ভোজ অনুষ্ঠান, কিন্তু আল্লাহ তাআলার সত্ত্বাগত বিধানের স্বাভাবিক নিয়ম হল— এই পুরো মজলিস আল্লাহ তাআলার একটা রহমত এবং বরকতময় মজলিস। এমনকি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মুবারক।

বিয়ে-শাদীর পর ওলিমা একেবারে সাধামাটা হতে পারে, মাঝারি পর্যায়ের হতে পারে এবং খুবই তাকাল্লুফ বা আড়ম্বর পূর্ণ হতে পারে।

হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা। যাঁকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুমারী অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন— এই একজনই তাঁর এমন স্ত্রী যিনি একমাত্র মুবারক কুমারী ছিলেন। একজন সাহাবী রাযি. নবীজীর ওলিমা উপলক্ষে দুধ হাদিয়া পাঠান, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওলিমায় উপস্থিত সবাইকে ওই দুধপান করান। এর নামই ওলিমা। তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের ওলিমা ছিল মাঝারি পর্যায়ের। হযরত সাফিয়্যা রাযি.-কে বিয়ে করার পর সে সময় ওলিমা তিনদিন পর্যন্ত চলেছিল।

আসমানে বিয়ে

হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রাযি.। তিনি সমগ্র কায়েনাতের বাদশাহ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী ছিলেন। তিনি এমন সম্মান হাসিল করেছিলেন যে, তাঁর বিবাহ আল্লাহ তাআলা পড়িয়েছিলেন। এই বিয়ের না কোনো সাক্ষী ছিল, না কোনো উকিল ছিল, না ঈজাব ছিল, না কবূল ছিল।

বিয়ের জন্য ঈজাব-কবূল শর্ত। আর ঈজাব-কবূল না হলে বিবাহ হবে না।

মেয়ে যদি অস্বীকার করে, ছেলে যদি অস্বীকার করে, তাহলে বিয়ে হবে না। এটা একটা আবশ্যিক বিষয়।

এটাই একমাত্র বিয়ে যা আসমানে পড়ানো হয়েছিল।

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا

অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম, (সূরা আহযাব : ৩৭)

হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশের প্রথম বিয়ে হয়েছিল হযরত যায়েদ বিন হারেসা রাযি.-এর সঙ্গে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে হুকুম প্রেরণ করলেন, আপনার বিয়ে আমি যয়নাবের সঙ্গে দিয়ে দিলাম। মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রথম এ-ধরনের বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল।

এর আগে কখনও এমন ঘটে নি
এরপরেও কখনও ঘটবে না।
এটাই প্রথম ঘটনা
এটাই শেষ ঘটনা।

ঈজাব-কবূল ছাড়া বিয়ে হবে না

আমার এক বন্ধু একটা সত্য ঘটনা শোনান, তিনি একটি ছেলের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তারপর তাকে একটা বিয়ে করানোর নিয়তও করেন। তো বিয়ে অনুষ্ঠানে মৌলবি সাহেব বলছেন,

অমুকের মেয়েকে অমুকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে— বলুন, কবূল! ছেলে উত্তর দিল, 'মাওলানা সাহেব তো সব জানেনই!' ছেলের বড় ভাই পাশে বসে ছেলেকে কনুই দিয়ে গুতো দিয়ে ইশারা করল মুখে 'কবূল' বলার জন্য। মাওলানা সাহেব আবার বলেন, অমুকের মেয়েকে অমুকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে— বলুন, কবূল! ছেলেটি একই উত্তর দেয়, 'মাওলানা সাহেব তো সবই জানেন! ছেলের বড় ভাই পাশে বসে ছেলেকে আবারও কনুই দিয়ে গুতো দেয়। ছেলের কথা হল, মাওলানা সাহেব বিয়ে পড়াচ্ছেন, তিনি জানেন যে, সে বিয়ে করতে এসেছে। তো আবার মুখে 'কবূল' বলার কি দরকার! তিনি জেনেশুনে আবার আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার কী প্রয়োজন?

ছেলেটি দুইবার একইরকম উত্তর দেয়াতে, মাওলানা সাহেব বলে উঠলেন, তোমার মুখে বলতে হবে যে, তুমি কবূল করেছ কি না! এটা জানলেই হবে না, মুখে স্বীকার করাও জরুরি। মুখে স্বীকার না করলে বিয়ে হবে না।' তো! তাকে বলানো হয়েছে যে, 'আমি কবূল করেছি!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও যয়নব বিনতে জাহাশের এই বিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র বিয়ে ছিল যা আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে ছিলেন। তিনি হযরত যয়নাব রাযি.-কে এ-সুসংবাদটা দেন। তো ওই ওলিমার এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যে, সারা মদিনাবাসীকে সেই ওলিমার দাওয়াত দিয়ে খানা খাওয়ানো হয়েছিল। একজন বলেছিলেন যে, মদিনায় পাঁচ হাজার লোক ছিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার পক্ষ থেকে সবাইকে ওলিমার দাওয়াত। তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার ডেগচির কাছে বসে সবাইকে খাবার দিতে থাকলেন, খাবার দিতেই থাকলেন, সবাই খেতে থাকল। এক ডেগচিই মদীনাবাসীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সবাইকে খাওয়ানোর পরও ডেগচিতে যা ছিল, তাই রয়ে গেলে। সুবহানাল্লাহ! এটা কিভাবে সম্ভব? এটা সম্ভব হয়েছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআর বরকতে।

জীবন্ত মুজিযা

খন্দকের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। খেয়ে-না খেয়ে, পেটে পাথর বেঁধে অনেক কষ্ট করে খন্দকের কাজ করে যাচ্ছেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ। সাহাবী হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাযি.-এর স্ত্রীর কাছে একটা ছোট বকরি ছিল আর পাঁচ কি ছয় সের-এর মতো গমের আটা ছিল। তিনি তাঁর স্বামী জাবেরকে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না খেয়ে খন্দকের কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি হয়তো প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে আস্তে করে বলেন যে— তিনি দশ কি বারোজন সাথী নিয়ে আমার বাড়িতে মেহমান হয়ে আসবেন। কারণ বকরিটাও ছোট আর আটার পরিমাণও অনেক কম। তাছাড়া সবাই ক্ষুধার্ত। এ-অল্প পরিমাণ খাবার দিয়ে তো আর সবাইকে খাওয়ানো সম্ভব না। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাযি. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর দাওয়াতের ব্যাপারটা বললেন, শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করতে শুরু করলেন, 'এই তোমরা শোন! জাবের বিন আবদুল্লাহ তোমাদের দাওয়াত দিয়েছেন'। খন্দকের কাজ করছেন প্রায় এক হাজার সাহাবায়ে কেরাম রাযি.। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা কেমন ঘোষণা করলেন! এতো ছোট একটা বকরি আর পাঁচ-ছ'সের গমের আটা দিয়ে কিভাবে সবাইকে আপায়্যন করা সম্ভব! অবস্থা বেগতিক দেখে হযরত জাবের রাযি. নিজেকে আঁড়াল করতে চাইলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আরে যাও কোথায়? আমরা সবাই তোমার বাড়িতে আসছি।

এ-কথা হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রাযি. তাঁর স্ত্রীকে গিয়ে বললেন। স্ত্রী বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলে দিয়েছেন, আমাদের কিছু করার নেই।

তো যথাসময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে নিয়ে হযরত জাবের রাযি.-এর বাড়িতে পৌঁছলেন। যে হাড়িতে গোস্ত পাকানো হয়েছে সে হাড়ি আর সমস্ত রুটিগুলো তিনি একটা কাপড়ে ঢেকে নিয়ে বসলেন। তারপর তিনি নিজেই সবাইকে খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, 'গোশত খাও, কিন্তু হাড্ডি চিবাবে না।' এভাবে এক

হাজার সাহাবীর খাওয়া শেষ হল। হাড়ির ঢাকনা খুলে দেখা গেল গোশতের তরকারি একটুও কমে নি আর রুটিও সব তেমনি আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবগুলো হাড্ডি একত্রিত করতে বললেন। সবগুলো একত্রিত করা হলে, তিনি বকরির চামড়া এনে তাতে রেখে কিছু একটা পড়তে লাগলেন, পড়তেই থাকলেন। একটু পর দেখা গেল ছাগল জীবিত হয়ে গেছে। যাঁরা ব্যাপারটা দেখছিলেন, তাঁদের মুখে কথা সরে না। অবাক বিস্ময়ে সবাই বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবের বিন আবদুল্লাহ রাযি.-কে বললেন, এই নাও তোমার ছাগল আর রুটি তরকারি। জীবিত ছাগল পেলে, আর তরকারি তো আছেই। এই বকরি যখন হযরত জাবের রাযি.-এর স্ত্রী এর কাছে গেল, তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কিভাবে হল? হযরত জাবের রাযি. বললেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআর বরকতে দ্বিতীয়বার জীবিত হয়েছে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে আসমানে হওয়ার পর যে ওলিমা করেছেন, সেটা হচ্ছে তাকাল্লুফ বা অভিজাত পর্যায়ের ওলিমা। মানে খুব জৌলুসদার ওলিমা।

জান্নাতি মহিলাদের সর্দার হযরত ফাতিমা রাযি.-এর ওলিমা

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন অনেক বড় তাকাল্লুফ বা আড়ম্বরপুর্ণ ওলিমার মাধ্যমে। সবচেয়ে ছোট মেয়ে ফাতিমা রাযি.-কে বিয়ে দিয়েছিলেন, অনেক বড় ওলিমাও করেছিলেন। তিনি বলেছেন–

مَا زَوَّجْتُ وَمَاتَزَوَّجْتُ اِلَّا بِوَحْيٍ مِّنَ السَّمَاءِ عِجَابِهٖ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَام

'যে মহিলাকে আমি বিয়ে করি, এবং যে ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দেই, আসমান থেকে জিবারাঈল আ. ওহী নিয়ে এলেই তারপর আমি এ ব্যাপারে অগ্রসর হই।'

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, 'যে মহিলাকে বিয়ে করেছি, যাদের কাছে আমার মেয়েদের বিয়ে দেই, আল্লাহ

তাআলা ওয়াদা করেছেন তারা সবাই জান্নাতি। তারা কেউ জাহান্নামে যাবে না।' নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় মেয়ের জামাতা হযরত আমর ইবনুল আস রাযি.। তাঁর ছোট দুজনের জামাতা হযরত উসমান রাযি. ছিলেন। তাঁর ভাগ্যে আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের দুই মেয়ে দান করেছিলেন। একজন হযরত রুকাইয়া রাযি.। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত উম্মে কুলসূম রাযি.কেও তাঁর কাছে বিয়ে দেন। তাঁরও ইন্তেকাল হলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। 'আমার যদি এক শ মেয়ে থাকত আর সবাই যদি একের পর এক ইন্তেকাল করত তাহলে এক এক করে আমি সবাইকে উসমান-এর কাছে বিয়ে দিতাম।'

তাঁর ছোট মেয়ে হযরত ফাতিমা রাযি.। এবং ছোট জামাতা হযরত আলী রাযি.। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফাতিমা রাযি.-কে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ছিলেন। হযরত আলী রাযি. আল্লাহর রাসূলের কাছে যেয়ে চুপ করে বসে রইলেন, কিছু বলছেন না। আল্লাহর নবী বললেন, আলী! কেন এসেছ? আলী রাযি. কিছু বলেন না, আগের মতোই চুপচাপ বসে রইলেন। আল্লাহর রাসূল বললেন, ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছ? আলী বললেন, জি হ্যাঁ!। তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ!। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন। তারপর আলী রাযি. বের হয়ে এলে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি অস্বীকার করেছেন? আলী রাযি. কিছু বললেন না। তাঁরা আবার বললেন, তিনি কি বললেন? এবারও আলী রাযি. চুপ করে রইলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বললেন, চুপ করে রয়েছ কেন? কিছু একটা বল! আলী রাযি. এবার মুখ খুললেন, বললেন; আল্লাহর নবী জবাবে কিছুই বলেন নি? শুধু ইনশাআল্লাহ বলেছেন।

আবু বকর রাযি. বললেন, 'নবীদের ইনশাল্লাহতে যদি কিছু না হয়, তবে তাই হোক।'

এদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। ফাতিমা রাযি.-কে বললেন, 'আলী তোমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে! হ্যাঁ বলে দেব!'

আমি প্রথমে আপনাদের হাদীস বলেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রথমে আসমান থেকে হুকুম এলে তারপর আমি কদম উঠাই।' তো প্রস্তাব আসার পর তিনি মেয়ের মতামত জিজ্ঞাসা করলেন। আমাদের সমাজে হয় এর বিপরীত। বাবা-মা নিজের পছন্দ মাফিক নিজেদের ছেলে-মেয়েকে বিয়ে করানোর জন্য জোর-জবদরদস্তী করেন। এই কারণে অনেক সংসার উজাড় হয়ে যায়। যদি বাবা-মা মনে করেন যে, যে সমন্ধ এসেছে তা অনেক ভালো, এখানে মেয়েকে বিয়ে দিলে মেয়ে সুখী হবে। তো মেয়েকে জিজ্ঞাসা করার পর যদি মেয়ে রাজি না হয় তাহলে তাকে বুঝানো উচিত। তারপরেও যদি রাজি না হয় তাহলে তাকে জোর করা যাবে না। কারণ এটা সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। সবার আলাদা একটা পছন্দ থাকতে পারে। এখানে বুঝানোর পর না বুঝলে জোর করা যাবে না। যদি জোর করা হয়, তাহলে সংসারটা ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন অনেক সংসার রয়েছে যে, জোর করে বিয়ে দেয়ার কারণে পরিবারটাই বিরান হয়ে গেছে। ফলাফল হয়ে যায় সম্পূর্ণ উল্টো।

আমাদের সমাজে ছেলের ইচ্ছা-অনিচ্ছটাকে কিছুটা গুরুত্ব দিলেও মেয়ের মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই বললেই চলে। এতে সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সংসার সুখের না হয়ে, হয়ে যায় আগুন-কয়লায় পোড়া জীবন। কিছু বাবা-মা জিদ করে বসেন যে, ছেলে বিয়ে করালে এই মেয়েকেই বিয়ে করাব অথবা বলেন, মেয়েকে বিয়ে দিলে অমুক ছেলের কাছেই দেব অন্যথায় কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেব। কেউ একথা বলে যে— আমি কথা দিয়ে ফেলেছি, এখানে যদি মেয়েকে বিয়ে না দেই তাহলে আমার মাথা কাটা যাবে অথবা আমার নাকে-মুখে চুনকালি পড়বে। এ ধরনের জিদই ছেলের জীবন বরবাদ করে দেয়। নষ্ট করে দেয় ফুলের মতো ফুটফুটে মেয়ের জীবনটা।

যুগটা এখন আর এমন নেই, ধরে বেঁধে এক জায়গায় দিয়ে দিলেই হবে— তাহলে ভুল করা হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাবের উত্তরে হযরত ফাতিমাতুজ জাহরা রাযি. 'হ্যাঁ' বললেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলী! সকলকে একত্রিত কর! হযরত আলী রাযি. লোকজন একত্রিত করলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলে সকলের উদ্দেশ্য বললেন,

'হে লোক সকল! আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়েছেন, ফাতিমার বিয়ে যেন আলীর সঙ্গে দেই। এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা পড়লেন এবং বললেন, 'আমি চার শ দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে আমার মেয়ে ফাতিমাকে তোমার কাছে বিয়ে দিচ্ছি, আলী কী কবূল করছ।' আলী রাযি. সামনে বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'আমি কবূল করলাম।' তারপর আলী রাযি. তাঁদের দুজনের জন্য দুআ চাইলে আল্লাহর নবী আমীন বললেন। বিয়ের পরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুলহা-দুলহানীর জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তারপর উপস্থিত সকলকে খেজুর ও শরবত খাওয়ালেন।

ওলিমা একমাস পর, ছয়মাস পর এবং একবছরও পর হতে পারে। তিনটি পদ্ধতিই কিতাবে লিখিত আছে। কিন্তু ততক্ষণাৎ হয় নি কিছুদিন পরে হলেও হওয়া দরকার। হযরত সালমান ফারসি রাযি. এই বছরে মদীনায় আসেন। তিনি হযরত আলী রাযি.-কে ভেতরে নিয়ে গেলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাফসা, হযরত আয়েশা, হযরত উম্মে সালমা রাযি. তাঁদেরকে বললেন, তোমরা তো জান যে, ফাতিমা আমার কতো প্রিয় এবং সবচেয়ে ছোট মেয়ে! তাঁকে তোমরা দুলহান বানাও। তাঁরা তাঁকে দুলহানের সাজে সাজিয়ে দিলেন। এরপর হযরত আলী রাযি.-কে পাঠালেন। আলী রাযি. এলে তিনি তাঁর হাত ধরে ফাতিমা রাযি.-এর হাত আলীর হাতে দিয়ে বললেন, 'নবীর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে বরকতময় হোক।' হযরত ফাতিমা রাযি.-কে বললেন, 'হে আমার প্রিয় কন্যা! আমার বংশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যাকে পছন্দ তার হাতে তোমার হাত রেখেছি।'

এরপর আল্লাহর নবী হযরত আলী রাযি.-কে বললেন, 'ওলিমা কর!' আলী রাযি. বললেন, 'আমি তো ফকির মানুষ! আমার হাতে কিছুই নেই।' হযরত সাদ রাযি. বললেন, 'আমার কাছে একটা ভেড়া রয়েছে এটা জবাই কর।' নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযি.-কে দশ দিরহাম দিয়ে বললেন, 'ঘি, পনির এবং খেজুর নিয়ে আস।' হযরত আলী রাযি. পাঁচ দিরহামের ঘি, চার দিরহামের পনির আর এক দিরহাম দিয়ে খেজুর নিয়ে এলেন। হযরত আলী রাযি. এগুলো এনে দেয়ার পর সব একত্রে মিশিয়ে ছারিদ বা আরবের এক জাতীয় খাবার বিশেষ তৈরি করে খাওয়ার জন্য রাখলেন। তারপর গোশতগুলো খুরমা বানাতে বললেন।

এরপর তাজা খেজুর আর আঙ্গুর এবং তাজা রুটিও প্রস্তুত করা হয় ওলিমার মেহমানদের জন্য। হযরত সাদ রাযি. বলেন, আলী ও ফাতিমার ওলিমা যা আমরা খেয়েছি, জীবনে এতো মজাদার খাবার কোথাও খাই নি। ওলিমা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। সাধারণভাবে হতে পারে, মাঝারি পর্যায়ের হতে পারে এবং খুবই আড়ম্বরপূর্ণ ওলিমাও করা যায়।

বিয়ে সমাজের বংশীয় দর্পণ

আল্লাহ তাআলা বংশের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিয়ে করার হুকুম দিয়েছেন। আর বিয়ে টিকিয়ে রাখতে একে অপরের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা উত্তম ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছেন। বিয়ে ঈজাব ও কবূলের মাধ্যমে সম্পাদন হয় কিন্তু নিবাহ বা পরিপূর্ণতা জায়গা-জমি ও ঐশ্বর্যের কারণে হয় না, বিয়ের পরিপূর্ণতার জন্য দরকার উত্তম আখলাক বা উত্তম চরিত্র। কোনো বাবা-মা যখন ছেলেকে বিয়ে করানোর পর বউমাকে নিজেদের ঘরে নিয়ে যায়— তারা মূলত অন্য বাবা-মার কলিজার টুকরা 'মেয়ে'কেই 'বউমা' বানিয়ে নিয়ে যায়। তাই তাদের উচিত 'বউমা'কে নিজের মেয়ের মতো বানিয়ে রাখা। আর যে মেয়ে 'দুলহান' সেজে যাচ্ছে, সে যেন স্বামীর ঘরকে নিজের ঘর মনে করে। সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রেখে চলে। তাহলে তো সংসার আবাদ হবে, অন্যথায় সংসার উজাড় হয়ে যাবে।

মুহাব্বত অক্ষুন্ন রাখার জন্য বড় কোনো জিহাদের প্রয়োজন নেই, শুধু জবান দ্বারা ভালো কথা বলে সবাইকে খুশি করে চললেই হয়। জবান দ্বারা কারো সঙ্গে কোনো কঠোর কথা না বললে ঘর আবাদ হবে, প্রাণ-চাঞ্চল্যতা ফিরে আসবে।

যদি জবানের ভাষা হয় ধারালো বা শক্ত— এর দ্বারা সবার সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধন টিকিয়ে রাখা যায় না। কখনো কারও সঙ্গে কঠোর কথা বলা যাবে না। মেয়ের বাবা-মা, ভাই-বোনদের সঙ্গেও কঠোর ও রষকসহীন কথা বলা যাবে না। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে কঠোর ভাষায় কথা বলবে না, কঠোর আচরণ করবে না। মিয়া-বিবির মাধ্যমে পৃথিবীর সূচনা এবং তাদের দুজনের মাধ্যমেই পৃথিবীর সমাপ্তি। মানবজাতির সূচনা মা-বাবার মাধ্যমে

শুরু হয় নি বরং স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। পৃথিবীর চিরসমাপ্তি স্বামী স্ত্রীর মাধ্যমেই ঘটবে। তারা জান্নাতি হলে সেখানে একত্রে সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে।

এজন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কোনোভাবেই খারাপ করা যাবে না। কারো জন্য নিজেদের সম্পর্ক নষ্ট করা যাবে না।

উভয়ের বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন অথবা নিজেদের সন্তান-সন্ততির প্রতি অত্যাধিক ভালোবাসার কারণে নিজেদের সম্পর্কের মৃত্যু ঘটানো যাবে না। উভয়ের বাবা-মা থাকবেন তাদের জায়গায়। সেখান থেকে তারা সম্মান ও খিদমত পাবেন, সন্তান তার নিজ জায়গায় থেকে উভয়ের স্নেহ ভালোবাসা পাবে, কিন্তু এই সমস্ত সম্পর্ক এমনভাবে কাছে টানা যাবে না, যার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ফাটল ধরে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

বয়ান-৩

সুখময় জীবনের সন্ধানে

বুধবার, ২ এপ্রিল ২০১৪

কেমন হওয়া উচিত বিয়ে-শাদীর সূচনা

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি সম্পর্কে আগের দুই মজলিসে কিছু আলোচনা রেখেছিলাম। এটা এমন এক দীর্ঘ বিষয়, যা নিয়ে সারা বছর আলোচনা করলেও শেষ হবে না। এছাড়া এর প্রয়োজনীয়তাও ব্যাপক।

বিয়ের সূচনা পর্ব

প্রথমেই দুজনের পছন্দ-অপছন্দটা জেনে নেওয়া। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা এ-বিয়ের ব্যাপারে তার কি রায়, তেমনি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা তার মতামত কি! আল্লাহ তাআলা কোন্ ছেলের বিয়ে কোন্ মেয়ের সঙ্গে হবে তা তিনি আগ থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। উপরন্তু আমাদের দেশে পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেও মেয়ের মতামতকে থোরাই কেয়ার করা হয়। মেয়ের পছন্দকে আমলেই নেওয়া হয় না। অথচ তাকে জিজ্ঞাসা করা এমন জরুরি যেমন ছেলেকে জিজ্ঞাসাটা করা জরুরি! বিয়ে বিষয়ক সম্পর্ক গড়া এবং দুই পক্ষের আচার-আচারণের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের শরীয়তকে সামনে রাখা উচিত। যেহেতু এটি একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা। সে হিসাবে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলে যাওয়া বিধানকে পুঁজি করে আমাদের মুয়ামালা-মুয়াশারাত করা উচিত। আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,'আমার মেয়েকে তখনই বিয়ে দেই, যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হুকুম আসে। আমার বিয়ের ক্ষেত্রেও আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম আসার অপেক্ষা করি। যাকে আমি বিয়ে দেই, যার সঙ্গে বিয়ে দেই, তাদের সবার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তারা সকলেই জান্নাতি।'

এতদসত্ত্বেও তিনি ফাতিমা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করেন, 'ফাতিমা! আলী'র সঙ্গে আত্মীয়তার ব্যাপারে তোমার কি মতামত? হযরত ফাতিমা রাযি. হ্যাঁ

বললে এরপর তিনি মসজিদে নববীতে গিয়ে বিয়ের ব্যাপারটা বাস্তবায়ন করার কাজে এগিয়ে নিতে উদ্যোগী হন। দ্বিতীয় মজলিসে 'মিয়া-বিবির সম্পর্কটা গড়ার সূচনা কেমন হওয়া উচিত' বলেছিলাম যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা এত বড় একটা সম্পর্ক যে, এই সম্পর্কটা কোনোভাবেই কোনো পক্ষ থেকে ভেঙ্গে যেতে দেয়া উচিত হবে না। এ-সম্পর্কটা অটুট রাখার ক্ষেত্রে কাউকে দূর্বল হলে চলবে না।

আমার আশপাশের লোকজনের মধ্যে কখনো-সখনো মা-বাবার কারণে সংসার ধ্বংস হয়ে যায়, কখনো দুলহা-দুলহানীর বাবা-মার কারণে ভেঙে যায়। ছেলের ভাই-বোনের কারণে ভেঙে পড়ে। কখনো মেয়ে পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের কারণে বিয়েটা টিকে না। আবার কখনো পরস্পরের খারাপ আচরণের কারণে এই মূল্যবান সম্পর্কটায় ফাটল ধরে। তিনটা সম্পর্ক এখানে প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে— ছেলের বাবা-মা, মেয়ের বাবা-মা আর খোদ স্বামী-স্ত্রীর ভুল বুঝাবুঝি এবং অবহেলার কারণে আমাদের সমাজের অধিকাংশ সুখময় সংসার জীবন অনেক বিপদজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

প্রিয় বন্ধুগণ!

জীবন সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ মধুময় এমন একটা সম্পর্কেরই নাম, যদি এই সম্পর্কটা আপনাকে কোনো কারণে অপরাগ করে দেয়, তাহলে মধুময় ও শান্তিময় জীবন খতম হয়ে যায়। যদি এই সম্পর্ককে সম্মান করা হয় তাহলে জীবন আলোকময় হয়ে উঠে। আল্লাহর কসম! এই সম্পর্কটা সোনা-রূপার দ্বারা প্রাণসঞ্চার হয় না, জমরুদ এবং রেশমের কাপড় দ্বারা হয় না, কোটি কোটি টাকার গাড়ি, প্রাসাদোপম বাড়ি দ্বারাও হয় না।

এই সম্পর্ক টিকে থাকে, সুখময় হয়—

একে অপরকে সম্মান করার মাধ্যমে, কদর করার মাধ্যমে, মূল্যায়ন করার মাধ্যমে। কেউ যদি এই অনুভবে আঘাত করে, ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়, তাহলে জীবনটা দূর্বিষহ হয়ে পড়ে।

এ-বছর একজন উচ্চপদস্ত অফিসারের স্ত্রী আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসে অনেক কান্নাকাটি করতে লাগলেন। মানুষ প্রথমেই নিজের কষ্টের কথা বলে, তারপর কাঁদে। তিনি প্রথমেই কান্না শুরু করে দিয়েছেন। এমন কান্না তা যেন থামার নয়!

এরপর নিজের সমস্যার কথা বললেন–

মাওলানা সাহেব! ঘরের বিপুল ঐশ্বর্য, সোনা, রূপা, হিরা-জওহর এবং লাখ লাখ টাকা-গহনাতে আগুন লাগিয়ে দেব! স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। আমার সঙ্গে ভালো আচরণ করে না।

তার কথা শেষ হলে বললাম, সবকিছু আগের মতো সহজ ও স্বাচ্ছন্দময় হয়ে উঠতে পারে। সবকিছু আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে, যদি উভয়েই উভয়ের সম্পর্কের অনুভব-অনুভূতি, আবেগ-উচ্ছ্বাসকে বুঝে-শুনে ব্যবস্থা নিতে পারেন। কিন্তু এই সম্পর্কটা তো আর এমনি এমনি প্রাণবন্ত করা সহজ হবে না? স্বামীর সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলুন, ঘরে আসার আগে নিজেকে যথাসম্ভব পরিপাটি করে রাখুন। ঘরে প্রবেশ করতেই হাসিমুখ করে তাকে সালাম দিয়ে তার ভালো-মন্দের খোঁজ নিন। কর্মস্থল থেকে আসার পথে কোনো সমস্যা হয় নি তো! চোহারায় খুশি এনে জিজ্ঞাসা করুন। মনে রাখবেন কর্মস্থল থেকে আপনার স্বামী ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে এসেছেন, আপনার ঘরে এসেছেন। এ-সময়ে উচ্ছ্বল হাসি তার সমস্ত ক্লান্তি দূর করতে দাওয়াই-এর কাজ দেবে। এটাও জেনে রাখবেন, স্বামীকে যদি আপনি খুশি করতে পারেন, তাহলে আপনার জীবনের প্রতিটি ভোর সুহাসিনী ভোরের পয়গাম নিয়ে আসবে।

যদি কারও ভাগ্যে এমন কোনো পুরুষ স্বামী হয়ে আসে, যার কারণে স্ত্রীর জীবন তিক্তময় হয়ে উঠে, সংসার জীবনে ছন্দ পতন আসে— স্ত্রীর মুচকি হাসির ঝিলিকের বিনিময়ে স্বামীর ঘৃণাভরা চেহারা, আর একরাশ অবহেলা। স্ত্রীর ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় এফোঁড়-ওফোঁড় হচ্ছে স্বামীর বিষমাখা কথায়। যখন দিনের পর দিন স্বামী বিনাকারণেই ঘর ছেড়ে দূরে কোথাও অবস্থান করে। তখন থমকে যায় দাম্পত্য জীবনের অবিরাম ঘুরতে থাকা চাকা। আমি দেখেছি, সমাজে অহরহ এ ধরনের মুখ থুবড়ে পড়া সম্পর্ক চলছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।

সুতরাং খুব দরদ নিয়ে এ-সম্পর্কের গুরুত্বটা সে মহিলার সামনে তুলে ধরে কিছু বিষয় বলে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছি। সমস্যার সবগুলো জট খুলে তাকে আরও বলেছি, দুজনের সম্পর্কের মধ্যে মা-বাবাকে এতোটা ঢুকতে দেওয়া যাবে না, যাতে এ-সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি সন্তান-

সন্ততিকেও দুজনের মাঝে এতোটা আসতে দেওয়া যাবে না যে, সন্তান-সন্ততির মামূলি ব্যাপার নিয়ে নিজেদের সম্পর্কের অপমৃত্যু ঘটে। আমি ওইদিকে ঈঙ্গিত করছি যে, খারাপ সন্তানের কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে বেইজ্জতী যেন না করে ফেলে, বখে যাওয়া সন্তানের কারণে স্ত্রী যেন তার স্বামীকে অসম্মান না করে বসে।

নবীর পরশে ধন্যরা এমনিই হন

হযরত উম্মে সূলাইম রাযি.-এর স্বামী হযরত তালহা রাযি. সফরে ছিলেন। যেদিন তিনি ফিরে আসেন, সেদিনই হযরত উম্মে সূলাইমান রাযি.-এর ছেলে অসুস্থতার কারণে ইন্তেকাল করে। সন্ধ্যায় তালহা রাযি. বাড়ি ফিরে আসার আগেই তিনি ছেলের লাশ ঘরে নিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন বাচ্চার অবস্থা কেমন? উত্তরে তিনি 'হাদা' শব্দটির ব্যবহার করলেন। 'হাদা' কি? হাদা-এর এক অর্থ মরে যাওয়া; আরেক অর্থ প্রশান্তিময় অবস্থায় আছে। হযরত তালহা রাযি. এ কথার এই উদ্দেশ্য বুঝে নিলেন যে, ছেলেটা সহি-সালামতেই আছে। আর উম্মে সূলাইম রাযি. এ অর্থ হিসেবে বললেন যে, ছেলের জীবনের যবনিকা ঘটেছে। হযরত তালহা রাযি. প্রশান্তচিত্তে রাত খুব আরামের সঙ্গে অতিবাহিত করলেন। সকালে স্ত্রী তাঁকে বললেন, আপনার ছেলের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। হযরত তালহা রাযি. হয়রান হয়ে বললেন–

হে আল্লাহর বান্দী! তুমি রাতে কেন আমায় বল নি?

রাতে আপনি সফর থেকে ফিরেছেন, ভাবলাম! আপনি অনেক ক্লান্ত-শ্রান্ত। সারারাত আপনার সঙ্গে সুন্দরভাবে অতিবাহিত করি। সফরের মতো কষ্টময় কাজ থেকে ফিরেই সংবাদটা শুনলে আপনি অনেক অস্থির হয়ে যেতেন। আমি আপনাকে পেরেশান করতে চাই নি।

ওই সম্মানিত খাতুনকে সালাম জানাই! যিনি নিজেরদের ভেতরে সন্তানকে প্রবেশ করতে দেন নি! যদিও তার সন্তানের ইন্তেকাল হয়েছে।

এমনই ছিল তাদের ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা!! আর এটা হওয়ারই কথা, যেহেতু তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে পেয়েছিলেন।

এমনই তো হওয়ার ছিল, যাতে পরস্পরের মাঝে সন্তানের কারণে কোনো ঘৃণা বা অসন্তুষ্টের দেওয়াল দাঁড়িয়ে না যায়। একে অপরের মাঝে মনোযোগটা এমন দরকারি যে, আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সফর থেকে বিলম্বে ফিরে আস, তখন ঘরে যাবে না বাইরে কোথাও থেকে যাবে। মানে অন্য কোনো থাকার জায়গায়, যাতে বাড়িতে যাওয়ার কারণে তাদের কারো ঘুম নষ্ট না হয়।

আজকাল এই মাসআলা নেই কারণ, টেলিফোন-মোবাইলে জানিয়ে দেওয়া যায়– আমি আজ আসছি, কখন কিভাবে আসা হচ্ছে তাও জানিয়ে দেওয়া যায়। যাতে আত্মীয়রা রিসিভ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন। যেহেতু সে-সময় বাড়ি ফেরার কথা জানানোর কোনো মাধ্যমই ছিল না। তো হঠাৎ বাড়ি ফিরলে, অন্দরবাসীর কষ্ট হবে। সন্তান ঘুম থেকে জেগে যাবে। স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যাবে। মা উঠে যাবে। তোমাদের কুরবান হওয়া উচিত আল্লাহ তাআলার মাহবুবের চমৎকার তরীকার উপর! আল্লাহর নবী বলেছেন, 'যখন তোমাদের ফিরতে বিলম্ব হয়, সন্ধ্যা অথবা রাত হয়ে যায়, তাহলে তোমরা ঘরে যেয়ো না, অন্য কোথাও থেকে যেয়ো, বাড়িতে এস না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারা জীবনের এই আমল ছিল যে, যদি তিনি সফরে যেতেন তবে সরাসরি বাড়িতে ফিরে যেতেন না! যুলহুলাফায় চলে যেতেন। সেখানে রাতে অবস্থান করে ভোরে বাড়ি ফিরতেন।

আর তাঁর এই অভ্যাসও ছিল যে, যখন মসজিদ থেকে ফিরে আসতেন, তখন অভ্যাসানুযায়ী সালাম দিতেন তারপর ঘরে প্রবেশ করতেন। এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যে, যিনি জাগ্রত বা যার জাগ্রত হওয়ার শুধু তিনিই তিনি সালামটা শুনতেন, যারা ঘুমিয়ে থাকতেন তারা চোখও খুলতেন না। এই সচেতনতা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহর নবী আমাদের করতে বলেছেন।

তো কথা হল, যখন কোনো বিল্ডিংয়ের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়, তখন সমস্ত বাড়িটাই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। তো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তিটা এমনই একটা বুনিয়াদ বা ভিত্তি, যদি এতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে সম্পূর্ণ

ইমারত ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা হয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ছাদ যেটা একটা ভিত্তি, যা মজবুত করার জন্য পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যেতে হবে আমাদের। সেটা ইচ্ছে করে নড়বড়ে করে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না। আমাদের দেশে এ-সমস্তই হয়ে থাকে। আমি খুব দরদ নিয়ে বলছি– স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যকার সুসম্পর্কের গুরুত্ব সামনে নিয়ে আসতে হবে, এবং দেখতে হবে, বুঝতে এবং এ বিষয়কে নিয়ে তৃতীয়বারের মতো ভাবতে হবে, আমি নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ককে আরও মজবুত করব। যাতে পরস্পরের সম্পর্কটা আবারও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। পুনরায় পুরো দাম্পত্য সম্পর্কের মধুরতা ফিরে আসে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে খুঁনসুটি তো সব জায়গায়তেই হয়! কোথায় হয় না আবার?

আজকাল যদি কোনো খুঁনসুটি হয়, তখন ছেলের বাবা সন্তানের পক্ষ টানে আর মেয়ের বাবা পক্ষ নেয় নিজ সন্তানের! এই পক্ষ থেকে সে সাপোর্ট করে, ওই পক্ষ থেকে সে সাপোর্ট নেয়। পরিণামে বউ বাপের বাড়ি চলে যায়। স্ত্রী যেতে চায় না, স্বামী নিতে এলে যাবে। স্বামী আনতে যায় না, এমনিতে এলে আসুক, আমি আনতে যাব কেন? অবস্থা এমন হয় যে, এই সমস্যার সমাধানে কেউ এগিয়ে আসেন না এবং এই বিষয়কে সমাধান করতে কেউ তেমন একটা আগ্রহও দেখাতে চায় না।

আলী ও ফাতিমার মধ্যে সন্ধি করে দিয়েছেন আল্লাহর নবী

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্বশুড় হয়ে কী চমৎকার ও অভূতপূর্ব দায়িত্বই না পালন করেছেন! পালনের নজির সমস্ত উম্মতে মুসলিমার উপর রেখে গেছেন!

বড় দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, মহিলা বউ হয়ে যখন অন্যের বাড়ি আসে তখন তার আপাদমস্তক থাকে ভালোবাসা ও মুহাব্বত। শ্বাশুড়ি হলে তার ভালোবাসা আগুন হয়ে যায়। একজন পুরুষ যখন বাবা হয়, তখন তাঁর আপাদমস্তক থাকে বাবার স্নেহ। যখন শ্বশুড় হয়, তখন তাঁর আপাদমস্তক স্নেহশূন্য হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এ-ধরনের অবস্থা আমাদের সমাজ থেকে দূর করে দিন। আমীন!

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফাতিমা 'আমার কলিজার টুকরা!' আরেকবার তিনি বলেন, 'ফাতিমা তুমি, আমি, দুই সন্তান (হযরত হাসান ও হোসাইন), যারা খেলাধূলা করছিল এবং এখানে যে শুয়ে আছে, মানে হযরত আলী, আখিরাতে আমরা পাঁচজন একই জায়গায়, একত্রে অবস্থান করব। এত উচ্চস্তরের অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা তাদের। কিন্তু এটা তো দুনিয়া! কিছু সমস্যা দুজনের মাঝে হতেই পারে, যেমন হযরত আলী রাযি. এবং ফাতিমার রাযি. মধ্যে হয়েছিল। একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমা রাযি.-এর কাছে তাশরিফ নিয়ে যান। ফাতিমা রাযি. তখন চিন্তিত মনে বসে ছিলেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, মা! তোমার কি হয়েছে?

ফাতিমা রাযি. বললেন- আমার এবং আলী রাযি.-এর মাঝে ঝগড়া হয়েছে!

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর নবী বললেন, আলী কোথায়?

ফাতিমা রাযি. বললেন, বাইরে গেছে!

তিনি তৎক্ষণাৎ আলী রাযি.-কে নিজেই খুঁজতে বের হলেন। মসজিদে গিয়ে দেখলেন, আলী রাযি. মসজিদে শুয়ে আছেন। তাঁর কোমরে মাটি লেগেছিল। তিনি কাছে বসে বললেন,

قُمْ يَا اَبَا تُرَابٍ!

হে আবূ তুরাব ওঠ!

আবূ তুরাবের দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আলী! আল্লাহর নবী বললেন, হে আলী! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হতেই পারে! তোমার আমার মুহাব্বত এমনই যেমনটা প্রথমেই ছিল। আবূ তুরাব তোমার উপাধি হয়ে গেল।

হযরত আলী রাযি. আবূ তুরাব উপাধি সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, "সারা পৃথিবী থেকে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমার এই উপাধি 'আবূ তুরাব' যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রাপ্ত হয়েছি।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীর হাত ধরে তাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। আলী এবং ফাতিমা দুজনেই ছোট ছিলেন— হযরত

ফাতিমা রাযি.-এর বয়স পনের এবং হযরত আলী রাযি.-এর বয়স ছিল একুশ বছর ছ'মাস! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজনের সামনে বসে যান। একদিকে হযরত আলীকে বসান অন্যদিকে হযরত ফাতিমা রাযি.-কে বসান। হযরত আলী রাযি.-এর হাত তাঁর নাভির উপর রাখেন। হযরত ফাতিমা রাযি.-এর হাতও আলীর রাযি.-এর হাতের উপর রাখেন তারপর তাদের দুজনের হাতের উপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত রাখেন। তারপর তিনি দুজনকেই বলেন, তোমরা দুজন বল, আমাদের দুজনের মধ্যে সন্ধি হল, তারা দুজনেই বললেন, আমাদের মাঝে সন্ধি হল। তিনি খুশি হয়ে উঠে পড়লেন। এত খুশি হয়েছিলেন যে, তাঁর চেহারা মুবারক চমকাতে লাগল। সাহাবাগণ রাযি. আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে আজ অনেক খুশি খুশি লাগছে! তিনি বললেন, আমি কেন খুশি হব না! আমি আলী এবং ফাতিমা-এর মাঝে সন্ধি করে দিয়েছি।

এটাই হল বড়দের কাজ বা দায়িত্ব যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো কারণে দুরত্ব সৃষ্টি হয়।

বয়ান-৪

সুখময় জীবনের সন্ধানে

শনিবার, ৫ এপ্রিল ২০১৪

দুজন দুজনের কাছে পোশাকস্বরূপ

এখন একটি আয়াত আপনাদের কাছে পেশ করতে যাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা কত চমৎকারভাবেই না এর উপমা পেশ করেছেন এতে! স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক কি!

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

'তারা তোমাদের পরিচ্ছেদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছেদ।' (সূরা বাকারা :১৮৭)

একে অপরের জন্য পরিচ্ছেদ হওয়ার কি উদ্দেশ্য হতে পারে? যাতে জীবন সুন্দর এবং সুখময় উঠে পরিচ্ছেদকে অবলম্বন করে। শরীরের সৌন্দর্যবর্ধিত হয় পোশাক-পরিচ্ছেদের মাধ্যমে। কোনো পুরুষের সৌন্দর্যের স্ফুরণ ঘটে পোশাকের মাধ্যমে। মহিলাদের সৌন্দর্যের পূর্ণতা পায় স্বামীর মাধ্যমে। সমস্ত আত্মীয়রা যদি বিদ্যমান থাকেন আর স্ত্রী না থাকে, তাহলে একজন পুরুষ একাকিত্ব অনুভব করে।

পুরুষের সৌন্দর্য-সুষমা হল স্ত্রী, আর স্ত্রীর সৌন্দর্যের পূর্ণতা তার স্বামী। পোশাকের মাধ্যমেই সৌন্দর্য এবং খুব সূরতী প্রকাশ পেয়ে থাকে। এভাবে উভয়ের সৌন্দর্যের সম্মিলন ঘটে একে অপরের উপস্থিতির মাধ্যমেই।

যে দেশে আত্মহত্যা করা জায়েয

আমাদের সুহৃদ ডা. দিলদার সাহেব। তিনি এক মাস সুইজারল্যান্ড থাকলে দ্বিতীয় মাস অবস্থান করেন পাকিস্তানে। একদিন তিনি আলোচনাচ্ছলে বললেন, 'আপনার জন্য একটা সংবাদ আছে— আত্মহত্যার করার সবচেয়ে দামি রাষ্ট্র হল, জাপান আর সুইজারল্যান্ড। তাই নাকি!! শুনে আমি হয়রান হয়ে গেলাম। তারপর আমি দু-দুবার সুইজারল্যান্ড গিয়েছি। এ শহর নয় যেন সাক্ষাত জান্নাতের একটা টুকরা! বর্তমানে দেশদুটো অনেক সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ। সেখানে ভিক্ষা দেয়ার

জন্য সারাদিন খুঁজে একটা ফকিরও পাবেন না। সব লোকই সুখি ও আত্ম-নির্ভরশীল। কিন্তু সে দেশের মানুষরা আত্মহত্যা করে কেন? সুখি মানুষদের আত্মহত্যার দরকারটাই বা পড়ল কেন? তখন আমাকে উত্তর দিলেন, একাকিত্ব-নিঃসঙ্গতা। নিঃসঙ্গতা ওদেরকে দুনিয়া বিমুখ করে ধীরে ধীরে আত্মহত্যার দিকে ধাবিত করেছে, করছে।

সেখানে স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে সময় দেয় না,
স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে মেশার সময় পায় না।
বাবা-মা সন্তানদের থেকে দূরে থাকেন,
সন্তান বাবা-মা'র সঙ্গে মিলেমিশে থাকে না।

পরিণামে তাদের কাটাতে হয় একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গ জীবন। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, একাকি থাকে কি করে? জানোয়ারই একাকি বাস করতে পারে না, তো মানুষ পারবে কিভাবে? অবশেষে একাকিত্ব তাকে প্ররোচিত করে আত্মাকে বিসর্জন দেয়ার পথে এগিয়ে যেতে।

স্বামী একে অপরের জন্য সৌন্দর্যস্ফুরণ!

মানুষের জীবনকে সুখময় করতে আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে উত্তম রিশতা হল— স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। যার বর্ণনা আল্লাহ তাআলা করেছেন এই চমৎকার উপমার মাধ্যমে-

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

'তারা তোমাদের পরিচ্ছেদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছেদ।' (সূরা বাকারা :১৮৭)

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য লিবাস। লিবাস ছাড়া মানুষ কেমন খুব সূরত বা বদসূরত হতে পারে। অথবা লিবাস পড়ার দ্বারা কতোটুকু বদসূরত বা খুব সূরত হতে পারে!

একে অপরের জন্য সৌন্দর্য!— এর একটা উদ্দেশ্য তো এই যে, স্বামী স্ত্রীর সৌন্দর্য আর স্ত্রী স্বামীর সৌন্দর্য। আর দ্বিতীয়টা হল-

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

'তারা তোমাদের পরিচ্ছেদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছেদ।' (সূরা বাকারা : ১৮৭)

সে তোমার জন্য লিবাসস্বরূপ, আর তুমি তার জন্য লিবাসস্বরূপ। কোনো এক ভদ্রলোক চায়ের অফার করল, আর চা দেওয়ার সময় অসতর্কতাবশতঃ যদি চা পড়ে যায় জামা-কাপড়ে অথবা কেউ যদি জামা কাঁচি দ্বারা কেটে দেয়!

কোনো পাগলই জেনে শুনে এমন কাজ করতে পারে!

কোনো সমঝদার এমন কাজ করতে পারে না?

আমরা দেখি খাবারের সময় কেউ কেউ জামা-কাপড়ের উপর ন্যাপকিন রাখে, যাতে জামা-কাপড়ে তরকারির ঝোল, খাবারের অংশ, হাড্ডি এসব পড়ে গিয়ে কাপড়ে কোনোরকম দাগ না লেগে যায়। আর যদি কখনো অসতর্কভাবে দাগ লেগে যায়, তাহলে আমরা তৎক্ষনাত ধুয়ে পরিষ্কার করতে লেগে যাই।

আর আমরা কাপড় রাখার জন্য আলমারি বানাই, হ্যাঙ্গার বানাই, যাতে কাপড়ে কোনো প্রকারের ময়লা বা কোনো কালচে দাগ না পড়ে যায়। আমরা কাপড় ইস্ত্রী করি, জামার ওপরে বিভিন্ন স্টাইলের ডিজাইন করে থাকি। কেউ কেউ তো এক জোড়া জামা বানানোর জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করে থাকি। তো উপর্যুক্ত আয়াতের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল— আমরা নিজেদের জামা-কাপড়কে হেফাজত করার জন্য কত পন্থাই না অবলম্বন করি। তো! বিবিও তো একটা লিবাস। এরও তো হেফাজত করা চাই।

স্ত্রী স্বামীর জন্য তেমনি লিবাস। এজন্য তাকে হেফাজত করতে হবে-

এই লিবাসে দাগ পড়া থেকে বাঁচাতে হবে,

এই লিবাসে কাঁটা-ছেঁড়া থেকে বাঁচাতে হবে,

বাঁচাতে হবে এই লিবাস ফেটে যাওয়া থেকেও।

তো লেবাসের দাগ হল— তরকারি, চায়ের দাগ।

আর কাঁচি— যার দ্বারা জামা-কাপড় কেটে ফেলা যায়। তো! স্বামী-স্ত্রীর লিবাস কাটার জন্য কাঁচি হল, 'জবান' যার দ্বারা স্বামী স্ত্রীর লিবাসকে কেটে দেয়। জবানের কাঁচি অনেক ধারালো।

জবানের কথা অনেক তেজি, জবান ধারালো-কঠোর, জবান শক্ত ও অনেক নির্মম, জনাব একটি কঠিন দাগ।

আল্লাহ তাআলার উপর জীবন কুরবান করব, যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এমন দাগ লেগে যেতেই পারে। যেমনিভাবে আমাদের শরীরে,

জামা-কাপড়ে দাগ এবং ময়লা পড়ে, তখন পানি এবং সাবানের দ্বারা তাকে ধুয়ে নিই, তেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সম্পর্কের ঊনিশ-বিশ কিংবা যে কোনো ধরনের মতানৈক্য যদি হয়েই যায়, তাহলে এর সমাধানের জন্য আল্লাহ তাআলা সাবান রেখেছেন— তোমরা একে অপরকে মাফ করে দেয়াটা আমাদের জন্য পানিস্বরূপ। স্বামী-স্ত্রীর ছোটো-খাটো ঝগড়া হয়ে গেলে কিছু হাদিয়া-তোহফা দিয়ে এই ঝগড়াটাকে শেষ করে দেওয়াটা সাবান আর পানি। ঊনিশ-বিশ হয়ে গেলে মাফ চেয়ে নিলেই হল, ব্যাস ঝগড়া খতম।

সাবধান স্ত্রীর গায়ে হাত তুলবেন না

বর্তমানে স্বামী তার স্ত্রীর সঙ্গে এমন অমর্যাদাকর আচরণ করে যে, স্ত্রী বেচারীর মর্যাদার দফারফা হয়ে যায়। অবলা স্ত্রী প্রচণ্ড কষ্ট পায়। পৃথিবীটা তার কাছে ক্রমেই ছোট হয়ে আসতে থাকে। স্বামী স্ত্রীকে নিকৃষ্টতমভাবে মারধোর করে থাকে যেমন পাঞ্জাবে হয়ে থাকে। শুধু পাঞ্জাবে নয় প্রায় সবখানেই স্ত্রীকে স্বামী মারধোর করে থাকে। তিন বছর আগে পাঞ্জাবের এক এলাকায় রমযান অতিবাহিত করেছিলাম। আসরের নামাযের পর আধঘণ্টা মসজিদে বিভিন্ন বিষয় যেমন– স্বামী-স্ত্রীর হক, আদব-আখলাক এবং মুআমেলা-মুআশারা নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম।

আলোচনা শুনে মসজিদের ইমাম সাহেবের স্ত্রী আমার স্ত্রীর কাছে আসেন। প্রথমে সে আমার শোকরিয়া আদায় করেন এবং বলেন, এই প্রথম আমার স্বামী আমাকে মারধোর করলেন না, কিন্তু এর আগে সপ্তাহ দুই তিনদিন অন্তর অন্তর তিনি আমাকে মারা জরুরি মনে করতেন। এর দুই সপ্তাহ পর ইমাম সাহেব আমাকে বলতে লাগলেন, মাওলানা সাহেব!! জীবনে এমন কথা কখনো শুনি নি, আমাদের দেশের রেওয়াজ হল— পাহাড়ি একটি এলাকার ঘটনা, যে এলাকার নাম আমি আপনাদের বলব না। ওই এলাকায় স্বামী প্রথম রাতেই স্ত্রীকে দুই থাপ্পড় দেয়, যাতে সারা জীবন স্ত্রী বেচারী স্বামীকে ভয় পেয়ে চলে। উপস্থিতিদের একজন বললেন যে, আমার বোনকে তার স্বামী এমন মার দেয় যে, একবার তার বাযু ভেঙে যায়, আরেকবার পা ভেঙে যায়। এই হল আমাদের দেশের হালচাল।

একে অপরের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ করা

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

'তারা তোমাদের পরিচ্ছেদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছেদ।' (সূরা বাকারা : ১৮৭)

পরস্পরের ব্যাপারটা যদি চিন্তা-ভাবনা করি, তাহলে আনন্দিত হই, নিজের মধ্যে একটা সুখ সুখ ব্যাপার কাজ করে আর এর মধ্যে একে অপরের সৌন্দর্য নিহিত। এর ফলাফল সুখকর। অবস্থাটাও অনুভব-অনুভূতির মাধ্যমে আন্দায করা যাবে।

লিবাস একটা সৌন্দর্যের বস্তু। বিবি আমার জন্য, আর বিবির জন্য আমি সৌন্দর্যের উপাদান। আমরা লিবাসকে বাঁচিয়ে রাখব। যেমন স্ত্রীকে বাঁচাতে হবে—

কঠোর ও নির্মম ব্যবহার থেকে,

অমর্যাদাকর এবং অপমানজনক ব্যবহার থেকে,

কাটাকাটি থেকে,

কোনো দাগ লেগে যাওয়া থেকে বাঁচাতে হবে।

স্ত্রীও স্বামীকে এ সমস্ত অবস্থা থেকে বাঁচাবে। যদি কখনো এমন হয়ে যায়, তাহলে সূই বিদ্যমান থাকলে তাড়াতাড়ি রিপূ করে ফেলা, মানে তৎক্ষণাৎ মাফ চেয়ে ফেলা জরুরি হয়ে যায়। মাফ চাইলে একে অপরকে মাফ করে দেয়া উচিত। তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আমি আপনার সামনে হাতজোড় করছি, যখন কখনো মাফ চাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখন মনে রাখতে হবে এই ইরশাদ—

أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ

তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন? (সূরা আন নূর : ২২)

আল্লাহ তাআলা বলছেন, তুমি কী এটা পছন্দ কর না যে, আমি তোমাকে মাফ করি।

যখন তুমি এটা পছন্দ কর যে, আমি তোমাকে মাফ করি, তবে আমার পছন্দ হল তুমি তোমার বন্ধুকে মাফ কর এবং মাফ করেই দাও তাকে।

সীমাতিরিক্ত শাসন সন্তানকে হঠকারী বানিয়ে দিতে পারে

মা-বাবা যখন দেখে তার সন্তান দুষ্ট এবং বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে, তখন মা সন্তানের প্রতি রূঢ় হয়ে যায়, তার প্রতি প্রচণ্ড রকমের নাখোশ ও নারাজ হয়ে যায়। তখন সন্তানের সঙ্গে কোনো রকমের কথা বলে না, সে সন্তান মিনতি করতেই থাকে। আমি আপনার প্রতি মিনতি করে বলছি, আপনি বাচ্চাদের প্রতি নিঃসন্দেহে—

নারাজ হবেন, গোস্বা হবেন।

কিন্তু কখনো তার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করবেন না। এতে অনেক বড় ক্ষতি আমি দেখতে পাচ্ছি। কিছু শাস্তি দেওয়া তো জীবনের একটা অংশ, কিন্তু এটা এমন অতিরিক্ত পর্যায়ের না হওয়া উচিত, যাতে সন্তান নিজেকে অপমান ও অপদস্ত হওয়ার মতো কথা ভাবতে বাধ্য হয়। শাস্তি দেয়াটা এমন স্তরের হওয়া, যাতে সন্তান নিজের অপরাধটা কি বুঝতে পারে। তো এটা তো আপনার উদ্দেশ্য এবং মাকসাদ। বাচ্চা তো মাসূম, কিন্তু সে বুঝতেই পারে নি, তার অপরাধটা কি? আর যদি বাবা-মা তার শাস্তিটা এতো কঠিন করে ফেলে যে, সন্তান তার অপরাধ বারবার স্বীকার করে মাফ চাচ্ছে আর আপনি তার সঙ্গে নির্মম আচরণ করছেন, তাহলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। একটা সময় আসবে যে, সন্তান আপনাকে মানবেই না। এজন্য সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আমাদের মেপে মেপে কাজ করা উচিত।

একে অপররের দোষ-ত্রুটি বরদাশত করা

তো লিবাস কি করে? লিবাস এই করতে পারে যে, আমাদের শরীরের সবকিছু গোপন করে, আমাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করে। সুতরাং স্বামী এবং স্ত্রীর এই উপমার মাধ্যমে আরও একটি রহস্য জানিয়ে দিচ্ছি যে, নিজের স্ত্রীর দোষ গোপন করে তার ভালোটা প্রকাশ করুন। আর স্ত্রী তার স্বামীর দোষ-ত্রুটি গোপন করবে এবং ভালোটা প্রকাশ করবে। স্বামীর দোষের উপর পর্দা নামাবে এবং ভালোটার পর্দা উন্মোচন করবে। এই লিবাসের ভেতরে এ-সমস্ত উদ্দেশ্য গোপন রয়েছে। লিবাসকে আমরা সংরক্ষিত রাখব। এমনিভাবে এই সম্পর্ক আমরা হেফাজত করব যেন,

এই রিশতার মধ্যে কখনো ফাটল না ধরে,

এই সম্পর্ক কখনো ভেঙে না পড়ে

এই সম্পর্কের মধ্যে কখনো ঘৃণা মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে।

একবার উম্মে সালমা রাযি. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক মহিলার যদি কয়েকটা বিয়ে হয়, তাহলে আখিরাতে সে কার সঙ্গে বসবাস করবে? আল্লাহর নবী বললেন, উম্মে সালমা! আল্লাহ তাআলা তাকে সুযোগ দেবেন, সে যাকে ইচ্ছে তার সঙ্গে বসবাস করতে পারবে। তার যদি দুই, তিন অথবা চারজনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে থাকে, তাহলে সে যাকে ইচ্ছা পছন্দ করে নেবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উম্মে সালমা! ওই মহিলা যে স্বামী দুনিয়াতে তার সঙ্গে সবচে ভালো ব্যবহার করেছে, সে তাকে গ্রহণ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উত্তম ব্যবহার দুনিয়া ও আখিরাতে সবচেয়ে ভালোদের জন্য লুটিয়ে পড়বে।

তো এই বিষয়ের কিছু কথা, ধারাবাহিক আলোচনায় আমার সামনে যা এল তাই আপনাদের সামনে পেশ করলাম।

এই সম্পর্ককে আলোকময় এবং খুব সূরত বানাতে হবে।

এ-সম্পর্ককে পরস্পরের মাঝে ঝগড়ার কারণে নষ্ট করা যাবে না,

এমনকি নিজ বাবা-মার অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশের কারণে এই সম্পর্ক নষ্ট করা যাবে না।

আমার উপর আমার বাবা-মা'র হক রয়েছে। আমার দায়িত্বে আমি তাদের খিদমত করব, কিন্তু এমন হক নেই যে, আমার এবং স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কটা নষ্ট করে ফেলতে হবে। বাবা-মা'র উপর সন্তানের হক রয়েছে, কিন্তু এতোটুকু হক নেই যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এই কারণে নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং একে অপরের জন্য বিশ্বস্ত এবং সাহায্যকারী হতে হবে। ঘৃণা দূর করতে সচেষ্ট হতে হবে। ভালোবাসা বিস্তারকারী হতে হবে।

ভালোবাসা বিনষ্ট করা, ঘৃণা উসকে দেয়া— এটা তো ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাতির কাজ। ভালোবাসায় চারপাশ ভরে দিয়ে ঘৃণার কবর রচনা করা এটা তো উন্নত জাতির কাজ।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে এই কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য তাওফিক দান করুন। আমীন!

হাদিয়া-তোহফা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে

আমার আলোচনা শুনে কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে বলতে শুরু না করে যে, দেখ, দেখ! এই মৌলভি সাহেব কি বলছে! তুমি আমার কথা খেয়াল করো।

অথবা স্বামী তার স্ত্রীকে বলতে না শুরু করে যে, দেখ, দেখ! এই মৌলভি কি বলছে, তুমি আমার কথা খেয়াল করো!

চিন্তা করতে হবে যে, বিয়ের পর আমি স্ত্রীর জন্য কী করেছি, আমাকে তার অন্তরটা দখল করতে হবে। তার খুশি-আনন্দ আমায় কিনে নিতে হবে।

ঠিক তেমনি স্ত্রীরও এই চিন্তা করতে হবে যে, সে স্বামীর জন্য কী করেছে। তার স্বামীর অন্তর জয় করতে হবে। তার খুশি খরিদ করতে হবে।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কোনো সফর থেকে ফিরে আস, তখন তোমরা তোমাদের বিবিদের জন্য অবশ্যই কিছু না কিছু হাদিয়া-তোহফা নিয়ে ঘরে ফির। আর যদি কিছু নাই পাও তাহলে শুধুমাত্র পাথর হলেও নিয়ে আস! মারার জন্য নয়, তোহফা বা গিফট দেবার জন্য!! বিষয়টা এমন না যে, কিছু সুন্দর পাথর পেয়েছ, হাদিয়া দেবার জন্য হাতে করে নিয়ে এলে!

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাদিয়া মুহাব্বত ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করার জন্য। এর দ্বারা মানুষের অন্তর জয় করা যায়।

আরেকটি কথা বলে আমার কথা শেষ করব ইনশাআল্লাহ! আপনার ঘরকে জিহবার আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখুন। আল্লাহর কসম! এই জিহবা-ই ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়।

স্বামী তার স্ত্রী, বাবা-মা এবং ভাই বোনের উপর জিহবার আক্রমণ-কঠোর কথা বলে কষ্ট দিবে না। অন্যদিকে স্ত্রীও তার স্বামী, বাবা-মা, ভাই-বোনের উপর জিহবা ব্যবহার করে তাদের মনে দুঃখ-কষ্ট দিবে না। জিহবার ভুল ব্যবহারে আমি অনেক বড় বড় ঘর-সংসার উজাড় হতে দেখেছি। উজাড় করার জন্য এই জিহবা এবং আবাদ করার জন্য এই জিহবাই যথেষ্ট। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাআয রাযি.-কে বললেন, তুমি সারাদিনের সারাংশ বল। সেটা কি? সেটা হল, এই জিহবাহকে তুমি সারাদিন কি কাজে ব্যবহার করেছ? অতঃপর তিনি বললেন,

كُفَّ هٰذَا

মাআজ! এই জিহবাকে কাবু রাখ, সারাদিন তোমার হাতে এসে যাবে।

আল্লাহ আপনাকে আমাকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

বয়ান-৫

সুখময় জীবনের খোঁজে

সোমবার, ৩ মার্চ ২০১৪

পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা প্রকাশ করুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সম্পর্কে তাদের হক সম্পর্কে আজ কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। এই সম্পর্কের গুরুত্ব যতটা না ভালো, ঠিক ততোটাই নাজুক। আমি যতটা সম্ভব বিস্তারিত আলোচনার করার চেষ্টা করব। আল্লাহ পাক আমাকে সে তাওফিক দিন। আমীন।

গত মজলিসে–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

'তারা তোমাদের পরিচ্ছেদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছেদ।' (সূরা বাকারা :১৮৭)

আয়াতকে উপলক্ষ্য করে আলোচনা করেছিলাম। যে বন্ধুরা! সে আলোচনা শুনেছিলেন, তারা বুঝতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা পুরুষকে বলেছেন, বিবি তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ এবং বিবিকে বলেছেন, তোমার জীবনসঙ্গী তোমার জন্য পোশাক স্বরূপ। আমি লিবাসের দুইটি কাজ সম্পর্কে বলতে চাইব, এই দুইকাজ মানে ওই কাজের দিকে ঈঙ্গিত রয়েছে,

প্রথমটি হল নিজেদের দোষ গোপন করা—

يُوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ

(হে বনী আদম! তোমাদের) লজ্জাস্থান ঢাকবার,

দ্বিতীয় হল সেটি যা তোমাদের খুব সূরত বানায়–

(এবং বেশ-ভূষার জন্য) আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছেদ দিয়েছি। (সূরা আ'রাফ : ২৬)

লিবাসকে উপমা দিয়ে উভয়ের উপর এই দায়িত্ব দিচ্ছি যে, স্বামী তার স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি গোপন করবে এবং তার ভালোটা প্রকাশ করবে। আর স্ত্রীও তার স্বামীর দোষ-ত্রুটি গোপন করে তার ভালো বিষয়গুলোই সবার সামনে প্রকাশ করবে। তবে বর্তমানে আমাদের মূলনীতি হল— যদি দশটা ভালো গুণ থাকে আর একটা খারাপ গুণ থাকে, তাহলে আমরা দশটা গুণকে বাদ দিয়ে আরও দশটা খারাপ গুণ তৈরি করে তাকে এগারোটা বানিয়ে প্রকাশ করি।

তো! কুরআনে পাকে লিবাস দ্বারা দুইটি জিম্মাদারির দিকে ইশারা করা হয়েছে। একে অপরের দোষ-ত্রুটি গোপন করা এবং একে অপরের ভালোটা প্রকাশ করা। একে অপরের প্রতি প্রতিযোগিতা করে তার ভালোটা প্রকাশ করা, এর দ্বারা অন্তরের প্রশস্ততা বৃদ্ধি পায়।

এক মুরীদ তার পীরকে খানা খাওয়ার জন্য নিজ বাড়িতে নিয়ে গেল। পীর সাহেবের খানা বেশ পছন্দ হল। তো! মুরীদকে ডেকে পীর সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, খাবার কে তৈরি করেছে, মুরীদ বলল, আমার স্ত্রী। তিনি বললেন, তাকে পর্দার আড়ালে ডাক। মুরীদের স্ত্রী এলে তিনি বললেন, মা! তুমি এত মজাদার রান্না কিভাবে রান্না করলে? তোমার হাতের রান্না খেয়ে আমি অনেক মজা পেলাম। চমৎকার সব রান্নার জন্য আমি তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। প্রশংসা শুনে মুরীদের স্ত্রী কান্না শুরু করে দিল। পীর সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কোন্ কথার কারণে তুমি কান্না শুরু করে দিলে? মুরীদের স্ত্রী উত্তর দিল, আমি আপনার মুরীদের সঙ্গে ত্রিশ বছর যাবত সংসার করছি, একদিনও সে আমার কোনো কাজের প্রতি খুশিও হয় নি, কোনোদিন আমার ভালো কাজের তারিফও করে নি।

এটা এমন এক দোষ এবং অবহেলা যে, যার দ্বারা জীবন সংসারের যাপন দিন দিন দুর্বল হয়ে যায়। স্বামী তার স্ত্রীর কোনো কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে না, তেমনি স্ত্রীও তার স্বামীর কোনো কাজে সন্তুষ্ট হয় না। অর্থ্যাৎ

স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে সন্তানেরও কোনো কাজে খুশি হয় না। এই কারণে দুজনের মধুময় সম্পর্কটা মুখ ধুবড়ে পরে, আস্তে আস্তে ভালোবাসাটা বিনষ্ট হয়ে যেতে হয়। দুইটি জিনিস আলোচনা করে আমি সংক্ষিপ্ত দুআ করব।

একটা জিনিস আমার সামনে এসেছে যে, লিবাসের কাজ হল হেফাজতের কাজ করা।

লিবাস আমাদের উলঙ্গতা থেকে বাঁচায়,
পোশাক আমাদের গরম থেকে বাঁচায়,
সর্দি-কাশি থেকে বাঁচায়।
বাঁচায় বৃষ্টি থেকে,
অন্ধকার থেকে, তুফান থেকে,
বালি থেকে, মাটি থেকে।
উড়ন্ত ধূলোবালি থেকেও বাঁচায়।

লিবাস আমাদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হয়ে যায়। আমাদের হেফাজত করে। এই লিবাসের উপমার মধ্যে স্বামী এবং স্ত্রীকে আল্লাহ তাআলা তিনটি জিনিসের ইশারা করে বলেছেন যে— স্ত্রী তার স্বামীকে হেফাজত করবে আর স্বামী তার স্ত্রীকে হেফাজত করবে। আজকাল ডানে বামের যে আত্মীয় রয়েছে, ছেলের পক্ষ থেকে এমন সব আত্মীয়-স্বজন-বাপ-মা, ভাই-বোন, খালা এবং আরও যেসব আত্মীয়রা রয়েছে, তেমনি মেয়ের পক্ষ থেকে, মা-বাবা, ভাইবোন এবং অন্যান্য আত্মীয়রা যারা রয়েছেন, তারা স্বামী-স্ত্রীর একান্ত জীবনে এমনভাবে প্রবেশ করেন যে, স্বামী-স্ত্রীর জীবন তিক্তময় হয়ে উঠে।

লিবাসের মধ্যে তিন তিনটি জিম্মাদারির দিকে ইশারা করা হয়েছে—

এক. নিজের বিবিকে হেফাজত করো। হেফাজতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাকে বেইজ্জত করতে শুরু করবে। বিবিকে হেফাজত করার দ্বারা উদ্দেশ্য তো এই, তার অন্তরের অশান্তি এবং তাকে অসম্মান করার মতো কোনো ধরনের ওসিলা বা মাধ্যম না হওয়া। কারও কাছে নিজ স্ত্রী অসম্মান হওয়ার মতো নিজেও এমন কোনো কাজ করবে না। স্ত্রীর দোষ-ত্রুটিকে গোপন করে তাকে তুমি হেফাজত করবে। সে যদি কোনো কাজে করে ফেলে তাহলে সে ভুলের দায় নিজের উপর এনে স্ত্রীকে এ-দোষ থেকে বাঁচাতে হবে।

আমার কথার কখনো এই উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না যে, নিজের বাবা-মার সঙ্গে গোস্তাখি কর। ভাইবোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কর।

আমার কথার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। উভয় দিকের সম্পর্ক ঠিক রেখে চলতে হবে। নিজ বাড়ির লোকদের সঙ্গে এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রেখে চলতে হবে।

দুই. স্ত্রী সম্পর্কে যে সমস্ত ভুল ধারণা আপনি লালন করে যাচ্ছেন, সেগুলো থেকে ফিরে আসতে হবে এবং সেগুলো বাদ দিয়ে তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। তাকে এই পরিমাণ ভালোবাসা-মুহাব্বত করতে হবে যে, যা আর কোনোদিন করা হয় নি। যাতে এতোদিন ভালো না বাসার কারণে যে শূন্যতা তৈরি হয়ে আছে তা পূরণ হয়ে যায়। স্ত্রীর মা-বাবা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সম্পর্কে একই রায় যে, তারা যদি স্বামীর সম্মানহানি জাতীয় যদি কিছু করতে চায়, তখন স্ত্রী সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে এবং সে তার স্বামীকে হেফাজত করবে। তাদের সমস্ত কটুবাক্য নিজে হজম করবে। তারা তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে না, যাতে কারো আত্মীয়-স্বজন অপমানিত, অসম্মানিত এবং অবমূল্যায়িত হয়। আর কারো কথায় যেন নিজেকে অপমানিত এবং বোকা না ভাবে যে—

কেউ কেউ বলতে শুরু করে,

সে বউয়ের গোলাম।

অথবা এতো স্বামীর বাঁদী হয়ে গেছে,

নওকর হয়ে গেছে।

তিন. লিবাসের তিন নম্বর কাজ হল, নিজের বিবিকে হেফাজত কর। যদি স্বামী অথবা স্ত্রী এই দুজনের গভীর সম্পর্ক ও ভালোবাসার মধ্যে সন্তান-সন্ততি দেওয়াল হয়ে দাঁড়ায়। সন্তানের অত্যাধিক স্নেহ ও ভালোবাসার জালে পড়ে তাদের দুজনের সম্পর্কের সূতিকাগার স্বামী যদি স্ত্রীকে অসম্মান করে ফেলে অথবা স্ত্রী যদি সন্তানের কারণে স্বামীকে অসম্মান করে বসে, স্বামী-স্ত্রী একে-অপরের ভালোবাসার মাত্রা যদি কম বেশি হয় তাহলে একে অপরের ক্ষেত্রে এ বিষয়টা অনেকটা মুর্খতার কাজ। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা হেলাফেলার বিষয় নয়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা অজয়-অমর-অক্ষয়।

এই সম্পর্কটা সামান্য কারণে ভেঙে যেতে পারে না, আর যদি এই সামান্য কারণেই ভেঙে যায় তাহলে গড়ার ক্ষেত্রে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। কারণ এ সম্পর্কটা যতটা শক্তিশালী, ততোটাই দুর্বল। খুবই বিপদজনক এই সম্পর্ক। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা ততোটাই পাকাপোক্ত ও মজবুত হতে হয় যে, কেউ যদি দুজনের মাঝে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করতে চায় তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সতর্ক হয়ে যেতে হবে।

স্বামীর জন্য উচিত স্ত্রীর জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা করা

আরবে একটা চমৎকার প্রচলিত নিয়ম যে–

যার আলাদা ঘর আছে, সে শাদী করতে পারবে। যদি পৃথক ঘরের ব্যবস্থা না করতে পারে তো, ঘরের একটা রুম নির্ধারণ করে নেবে। সারা আরবে এই নিয়মটা চলে আসছে। মেয়েরা নিজেদের স্বামীর প্রতি প্রচণ্ড রকমের খুশি থাকে, যখন স্বামী তার জন্য আলাদা একটা ঘর বা ঝুপড়ির ব্যবস্থা করে। আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলির সিস্টেম অনেক সুন্দর। যদি এক সঙ্গে থাকা যায়, তবে স্বামী-স্ত্রীর জন্য আলাদা রুমের ব্যবস্থা থাকলে সবচেয়ে ভালো হয়। যাতে এমন না হয় যা আমাদের ঘরে হয়ে থাকে—

তখন শ্বশুড় আশ্চর্য ধরনের আত্মীয় হয়ে যান।

শ্বাশুড়িও আশ্চর্য ধরনের আত্মীয় হয়ে যান।

দেবর-ননদ, চাচা-চাচী এক আশ্চর্য ও ভয়ঙ্কর আত্মীয় হয়ে যান। তাদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক থাকাটা ভালো। কিন্তু ইনতেহায়ী বলতে এই সু-সম্পর্কটা যেন সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ না হয়।

আর এমনটা হয় কি কারণে—

আচার-আচরণ না বুঝার কারণে।

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী না বুঝার কারণে।

এ বিষয়টা আরবরা পূর্ণ শরীয়ত অনুযায়ী মেনে থাকে। একজন স্ত্রীর হক— স্বামী তাকে একটা আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত করে দেবে। স্ত্রী স্বামীকে বলে কয়ে, রাজি করে তার জন্য একটা আলাদা ঘর চেয়ে নিতে পারবে।

যদি আমাদের তাওফিক হয়, তাহলে স্বামী তার স্ত্রীর জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে দেব। মা-বাবা অন্য ঘরে থাকবেন। যদি খিদমতের

দরকার পড়ে তো স্বামী নিজে তার বাবা-মার খিদমতের জন্য যাবে। নিজেই বাবা-মার খিদমত করবে সেটা তার স্ত্রীর দায়িত্বে নেই। আর স্ত্রীর বাবা-মার কোনো কিছুর প্রয়োজন পড়ে, তাহলে স্ত্রী তার মা-বাবার খিদমত করবে, সেটা তার স্বামীর দায়িত্বে নেই।

কিছু লোক এমন আছে যে, আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করতে দেয় না।

শরীয়তের একটা বিধান হল, একটা রুম স্বামী তার স্ত্রীর জন্য বরাদ্দ করে দেবে। এমন একটা রুম, যে রুমের চাবি স্ত্রীর কাছে থাকবে। যাতে কারো কোনো দখল না থাকে। একটা বাথরুম-টয়লেট তাদের দিতে হবে। যে বাথরুম শুধু স্বামী-স্ত্রীই ব্যবহার করবে, অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। একটা কিচেন বা রান্না ঘরের ব্যবস্থা করা, যেখানে অন্য কেউ না আসে। এই তিনটি জিনিস খুবই জরুরি। কেউ যদি আলাদা কিচেনের ব্যবস্থা করতে না পারে, তবে একটা আলাদা চুলার ব্যবস্থা করে দেবে। আর স্ত্রীকে বলবে এটা তোমার জন্য আনা হয়েছে। তবে যদি আনন্দের সঙ্গে বসবাস করে, তাহলে তো এটা ভালো কথা। পরস্পরের সম্পর্ক অটুট থাকলে নিজেদের ভালোবাসা-মুহাব্বত তৈরি হয়। কিন্তু এমন না হয় যে, যার কারণে লড়াই শুরু হয়ে যায়। ছোট ছোট বিষয়গুলো অনেক বড় ব্যাপার হয়ে যায়। তো শরীয়ত তাদের বলেছে যে,

রুম আলাদা দাও,

কিচেন আলাদা দাও,

বাথরুম আলাদা দাও।

এতে অনেক ঝগড়া শেষ হয়ে যাবে। এগুলো স্ত্রীর অধিকার। এ সমস্ত বিষয়কে না জায়েয বানানোর কোনো সুযোগ নেই। এটা কোনো ভুল কথা নয়, আমি ঠিক কথাই বলছি। এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলব বা আহ্বান। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলে দেওয়া কথা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে যতোটা সম্ভব বাইরের সম্পর্কের প্রভাব থেকে দূরে রাখা যাবে, এ সম্পর্ক ততোটা মজবুত হবে। তুমি যতোক্ষণ বাইরের কথা শুনবে, ততোক্ষণ তোমাদের সম্পর্কের মাঝে তিক্ততা তৈরি হবে। বাইরে থেকে যতো বেশি আজেবাজে কথা শুনবে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝের ভালোবাসাটা ততো বেশি ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে। আমাদের সমাজে এমন কথা হয়েই চলেছে!

আমি স্বামীর প্রতি হাত জোর করে বলছি! যদি স্ত্রীর ব্যাপারে কোনো কিছু শুনে থাক তাহলে আগে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে নাও। আর যদি স্ত্রী স্বামীর ব্যাপারে কোনো কিছু শুনে থাকে, তাহলে স্ত্রীর প্রতি হাতজোড় করে বলছি, স্বামীকে আগে জিজ্ঞেস করে নাও। যা শুনেছো তা ভুল হতে পারে! মিথ্যা বানানো কথা হতে পারে। ভুল বুঝা হতে পারে বা অন্য কারো ব্যাপারের হতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, এ ব্যাপারে কোনো তাহকীক বা যাচাই-বাছাই ছাড়াই শোনা কথা বিশ্বাস করে ফেলে। এমন কি নিজের ঘরে আগুন জ্বালাতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। একটা ভুল তথ্যের উপর নিজের স্ত্রীকে বা স্বামীকে যা-তা বলে একটা তিক্ত অবস্থা তৈরি করে ফেলে।

একে অপরকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে

জাপান থেকে একজন আমাকে ফোন করল...

বললাম আপনি কে?

আপনি কি মাওলানা তারিক জামিল বলছেন? আমি গাজী!

তো সে কান্না শুরু করে দিল। তা যেন-তেন কান্না না, কান্নায় হেচকি তুলছিল।

আমি বললাম ভাই তোমার হয়েছে কি?

বলল যে, আমাদের পাঁচ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। আমার কারণে স্ত্রী দু-সন্তান নিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। বিবি মুসলমান তারপরেও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমার সংসার-ঘর উজাড় হয়ে গেছে। আমি নিজেই অপরাধী। কিভাবে স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে সংসার জীবন পরিচালনা করতে হয় আমি জানি না। আমার কারণেই সে চলে গেছে। আমার ঘর ধ্বংস হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে আমার সুখের জীবন।

পাঁচ বছর আগে হওয়া সংসার আজ উজাড় হয়ে গেছে। এটা কেমন ঘর যে তা উজাড় হয়ে গেছে। স্ত্রীর সঙ্গে একটু ভালো আচরণ কর, একটু ভালো কথা বল। কিছু কটু কথা বললে তা হজম করে নাও। স্বামী যদি রেগে যায় তাহলে স্ত্রী নিজে তার কাছে ছোট হয়ে যাওয়া উচিত। কারণ কেউ যদি একটু বিগড়ে যায়, তাহলে একজনের ধৈর্য্য ধরা উচিত। তা না হলে দুজন

হট হয়ে গেলে তো যা হবার তাই হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যাবে শান্তি নামক পায়রা। সে হিসেবে কোনো কারণে যদি রেগে যায় স্ত্রী! তাহলে স্বামী যেন তা কষ্ট হলেও মেনে নেয়। এতে যদি অন্যরা বলতে শুরু করে, অমুক বউয়ের গোলাম, অমুক স্বামীর বাঁদী। উভয়ের উচিত হবে কারো কোনো কথায় কান না দিয়ে এবং লোকমুখের উসকানিমূলক কথা না শুনে নিজেদের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে। এজন্য যা করার দুজনকেই করতে হবে। এ কথাগুলো আমল না নিয়ে কাজ করে গেলে এক সময় তা হিরার মতো চমকাবে। স্ত্রী স্বামীর ব্যাপারটা বুঝার চেষ্টা করবে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। তেমনি স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারটা বুঝে খারাপ আচরণ করবে না। দুজনের মাঝে প্যাঁচ লাগাতে চেষ্টাকারী কাউকে নিজেদের মাঝে আসতে দেয়া যাবে না। পরস্পরের মাঝে ঊনিশ-বিশ কিছুটা হতেই পারে, যেহেতু এটা দুনিয়া। লোকদের মূর্খসুলভ কথা না শুনলে দুজনের জন্যই মঙ্গলজনক হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার ঘর আনন্দ-খুশিতে ভরে দিন

মাফ করার মন-মানসিকতা দান করুন।

সবাইকে হিদায়াত দিন

প্রশান্তি দান করুন।

পুরো পৃথিবীতে ঘৃণার আগুন জ্বলছে, আল্লাহ তাআলা এই আগুন নিভিয়ে চমৎকার মুহাব্বতের গুলিস্তান বানিয়ে দিন। আমীন!

বয়ান-৬

সুখময় জীবনের খোঁজে

শনিবার, ১৯ এপ্রিল ২০১৪

আল্লাহ্ তাআলার বড় বড় নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হল স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সু-সম্পর্ক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

আল্লাহ তাআলা আমাকে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন নিয়ে কিছু আলোচনার তাওফিক দিয়েছেন। তাওফিক দিয়েছেন দাম্পত্য জীবনটা কিভাবে সুখময় করে তোলা যায় সে বিষয়ে আলোচনার। কারণ আলোচনার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর বিষয়টা অনেক গুরুত্বের দাবি রাখে। এ সম্পর্কটা যতোটা না আনন্দ দেয় একটু ভুলের কারণে সেটা ততোটাই বিষাদময় হয়ে ধরা দেয় আমাদের জীবনে। এজন্য আমি আপনাদের কাছে গত মজলিসে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, গুরুত্ব, উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। সামনেও এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা করব। কুরআন-সুন্নাহতে স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারটা ব্যাপকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছেন, আমি আপনাদের সামনে সে ধরনের কিছু আয়াতে কারিমার অবতারণা করছি,

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

অর্থ– তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আকাশের দিকে, কিভাবে তাকে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে? এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে? (সূরা গাশিয়া : ১৭-২০)

আল্লাহ তাআলা বলছেন–

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

অর্থ– আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব, বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তাই সত্যি। এটাকি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ব বিষয়ে অবহিত? (সূরা হামীম সিজদা : ৫৩)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সমস্ত পৃথিবীকে চুপে-চুপে, অল্প-অল্প করে আমার নিদর্শন দেখাব। যাতে তুমি বলে উঠ যে, আল্লাহ হক বা সত্য। আমাদের জেনে রাখা উচিত, স্বামী-স্ত্রীও আল্লাহ তাআলার বড় এক নিদর্শন যা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব বহন করে। আল্লাহ তাআলা নিজেই তাঁর নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, আমি আপনাদের সামনে সূরা রুমের সেই আয়াত পেশ করছি—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

অর্থ– তাঁর নিদের্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তার পর এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ। (সূরা রুম : ২০)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এ কত বড় নিদর্শন যে, আমি তোমাদের মাটি থেকে তৈরি করেছি এবং তোমাদের জমিনে ছড়িয়ে দিয়েছি।

আমার আলোচনার বিষয়বস্তু স্বামী এবং স্ত্রী। আমি এখানে একটা আয়াত রেখে আলোচনা করছি, পরে আবার সেই আয়াত নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে। আল্লাহ তাআলা এর পরবর্তী আয়াতে বলছেন–

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

অর্থ– আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি...

وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ

অর্থ– এবং ভাষা বর্ণের বৈচিত্র...

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ

অর্থ– এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রুম : ২২)

অতঃপর আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

অর্থ– আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের অন্বেষণ তাঁর অনুগ্রহ হতে। এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা রুম : ২৩)

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا

অর্থ– আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদিগকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে...

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

অর্থ– এবং আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন ও তদ্দারা ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর; এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি-সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা রূম : ২৪)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

অর্থ– এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি থাকে;

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ

অর্থ– অতঃপর আল্লাহ যখন তোমাদিগকে মাটি থেতে উঠবার জন্য একবার আহবান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। (সূরা রূম : ২৫)

فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ

অর্থ– (যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে) তখনই তারা কবর হতে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে। (সূরা ইয়াসিন :৫১)

এ সমস্ত বিষয় অন্তর থেকে বিশ্বাস করা যে, মাটি থেকে তৈরি করা হয়েছে, জমিনে বিস্তার করা বড় নিদর্শন।

জমিন-আসমান বড় নিদর্শন।

জবানের ভিন্ন ভিন্ন হওয়া,

রঙ-রূপ আলাদা আলাদা হওয়া এটাও একটা নিদর্শন।

ঘুম আসা, না আসা,

জাগ্রত হওয়া বড় নিদর্শন।

আসমান এবং সাত জমিনের সাত স্তর,

মেঘ-বৃষ্টি, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া। এ-সমস্ত বিষয় সবগুলোই বড় নিদর্শন। এর জন্য বড় কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এটাও আমার বড় নিদর্শন। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

অর্থ– তাঁর নিদের্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ। (সূরা রূম : ২০)

এটা আমার বড় নিদর্শনের মধ্যে অনেক বড় নিদর্শন যে, আমি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি এবং জমিনেই তোমাদের ছেড়ে দিয়েছি। এরপর ওই আয়াত আপনাদের কাছে পেশ করছি, যা মাঝে ছেড়ে এসেছিলাম–

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থ– আর তাঁর নিদের্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদিগকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রুম :২১)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আলোকপাত করেছেন স্বামী-স্ত্রীর সম্প্রদায়ের জন্য, তিনি বলছেন যে, এটাও তার বড় বড় নিদর্শনের অন্যতম, তিনি বলছেন, 'আমি তোমাদের জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি, স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ক তৈরি করেছি, এটাকে এমন একটা সম্পর্ক বানিয়েছি, যাতে তোমাদের উভয়ের প্রশান্তি আসে।

আর তোমাদের এই পারস্পারিক সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার জন্য আসমান থেকে তোমাদের মদদ করব,

তোমাদের ভেতরে মুহাব্বতের দরিয়া প্রবাহিত করব।

এই মুহাব্বতে শফকত, রহমত ও হামদর্দীকে ঢেলে দিয়েছি।

আর এতে অনেক বড় নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।

জেনে রেখ, সব সম্পর্কই অনেক মূল্যবান। সব রিশতাই গুরুত্বপূর্ণ। সব সম্পর্ক নির্মল ও পবিত্র। পবিত্রতা এবং শুদ্ধতার জন্য মা-বাবার সম্পর্ক সবচেয়ে বড়, এটা প্রথমেই বলেছি, কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে, উপকারিতার দিক থেকে স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ক সবচেয়ে বড়।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, মা-বাবা সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তোমারা প্রশান্তি লাভ করতে পার। সন্তান সৃষ্টি করা হয়েছে হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য।

সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষার কথা বলেছেন যে,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

অর্থ– ধন-ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা; এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত, হিসাবেও উৎকৃষ্ট। (সূরা কাহাফ : ৪৬)

আল্লাহ তাআলা সন্তানদের সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, এসব তোমাদের জন্য সমস্ত সৌন্দর্যের বস্তু।

اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

অর্থ– তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহরই নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে। (সূরা আনফাল :২৮)

তোমাদের মাল, তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা দুটি চমৎকার কথা বলেছেন,

لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا

এক. তোমাদের দুজনের সম্পর্কটা তোমাদেরকে প্রশান্তির নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এই প্রশান্তি ভাই-বোন, মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি, দোস্ত ও প্রিয়জন কারও সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়; এই প্রশান্তির জোড়া অন্য কোথাও নয় বরং এই প্রশান্তির সম্পৃক্ততা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর এবং স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর।

এ-কথা শুধু মহিলাদের আলোচনা নয়, পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য। মহিলাদের লজ্জাশীলতার দিকে ইশারা করা হচ্ছে। তাকে লজ্জার চাদরে জড়িয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন অন্যথায় উদ্দেশ্য হল, উভয়ের জন্যই। স্বামীর প্রশান্তি মিলবে স্ত্রীর মাধ্যমে, স্ত্রীর প্রশান্তি মিলবে স্বামীর মাধ্যমে। উভয়েই একে অপরের জন্য। এক দফা আল্লাহ তাআলা ইযাফত বা সম্পৃক্ততা রেখে বলেছেন যে,

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

অর্থ– এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।

আমি তোমাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে মুহাব্বত ও রহমত ঢেলে দিয়েছি। আল্লাহ তাআলা এই খবর দিয়েছেন যে, তোমরা যদি তোমাদের ঘরকে আসবাবপত্র দ্বারা ভরে দাও, তো এর দ্বারা মুহাব্বত সৃষ্টি হবে না।

স্ত্রীকে বলেছেন যে, তোমার সোনা-রূপার সঙ্গে এবং বড় বড় কারখানা ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যদি বিয়ে হয় তো এর দ্বারা মুহাব্বত সৃষ্টি হবে না।

মুহাব্বত আল্লাহ তাআলার এক অপার দান। একে অপরের মধ্যে তিনি হামদর্দী ও প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন।

এটাকে তিনি অনেক বড় নিদর্শনও নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে তিনি বলেছেন, এটা অনেক বড় নিদর্শন! তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের ইস্পাত দৃঢ়তা রাখা হয়েছে, তোমাদের প্রশান্তি লাভের জন্য।

বিশ্বাস রাখা হয়েছে, শৃঙ্খলা রাখা হয়েছে। সম্পর্কে প্রশান্তি অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, শুধু পরস্পরের হৃদ্যতার জন্যই।

তার সবচেয়ে বড় কারণ হল–

স্বামী স্ত্রীকে সম্মান ও মর্যাদা দেবে। স্ত্রী স্বামীকে ইজ্জত ও সম্মান দেবে। স্বামী যখন তার কর্মস্থল থেকে ফিরবে তখন স্ত্রী যেন বিরক্তির সঙ্গে তার জন্য অপেক্ষা না করে। স্ত্রী ঘরে থেকে বাচ্চাদের লালন-পালন, ঘরের দেখাশোনা, স্বামীর সবকিছুর দেখভাল করবে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ও তার সঙ্গে বিরক্ত হয়ে কথা বলবে না।

আর যদি সংসার পালনের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে তাহলে সমাজে তালাকের মতো অবস্থা অবলীলায় তৈরি হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার ফযল ও করমে তালাকটা যদিও আমাদের সমাজে অনেক কম; কিন্তু সম্পর্কের সৌন্দর্যটা নষ্ট হয়ে যায়। সম্পর্কে বাইরের হস্তক্ষেপ যেমন-

স্ত্রীর বাবা-মা বা স্বামীর শ্বশুর-শ্বাশুড়ি।

স্বামীর বাবা-মা বা স্ত্রীর শ্বশুর-শ্বাশুড়ি।

একটা পরিবারে অপহস্তক্ষেপের কারণে অনেক দাম্পত্যজীবন বিষময় হয়ে উঠে। বিশেষ করে ছেলের বাবা-মা ছেলের সংসার নষ্ট করে ফেলে।

তবে এটা ঠিক অনেকের বাবা-মার চিন্তা-ভাবনা ছেলের সংসার ধ্বংস করা নয়, কে চায় তার নিজের ঘরে আগুন জ্বলুক। বরং ভালো করতে গিয়ে ভুল পদক্ষেপ ও অসতর্কতা কারণে তারা তাদের ছেলে বা মেয়ের সংসার খারাপ করে ফেলে। যায় ভালো করতে, কিন্তু খারাপ হয়ে যায়। উত্তম

বানাতে গিয়ে অনুত্তম বানিয়ে ফেলে। সংসার পরিচালনার ব্যাপারে কোনো সফল প্লানের ক্ষেত্রে তাদের প্রাথমিক ধারণাটুকুও নেই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত বা জীবন কর্মের কোনো খোঁজ নেই তাদের কাছে।

আমি সবার সামনে বলছি, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে সংসার ধর্ম পালন করেছেন! আর সেটা পালন করতে কি কি জানার প্রয়োজন পড়ে?

বড় অলৌকিক ঘটনা হল— তাঁর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি

আমি এক বয়ানে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযাসমূহ বয়ান করেছিলাম এবং সেখানে বলেছিলাম–

আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দু-টুকরা হয়ে গেছে।

আঁচল থেকে পানি বের হয়েছে,

বৃক্ষরাজি তাঁকে সালাম করেছে,

উট তাঁকে সিজদা করেছে।

মুজিযা নিয়ে অনেক বড় দুখণ্ডের কিতাব লিখেছেন জগদ্বিখ্যাত লেখক আল্লামা সূয়ুতী রহ.। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযাসমূহের মধ্যে অন্যতম মুজিযার ব্যাপারে তিনি তাঁর কিতাবের এক জায়গায় ইশারা করে বলেছেন- আমি অন্তর থেকে বলছি, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মুজিযা হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইত বা তাঁর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণ। যার কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁকে অনেক অনেক তারিফ দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযও অনেক উঁচুস্তরের নামায। আল্লাহর নবীর সব কাজই মানোত্তীর্ণ। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে সাবাস দিয়েছেন, আর সবচেয়ে শাবাস তাঁর আখলাকের ওপর দিয়েছেন, যা অন্যকিছুর ওপর দেন নি। কুরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা ফরমান–

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

'নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।' (সূরা আল কলম :৪)

স্বামীর হকের প্রতি খেয়াল রাখুন

প্রিয় মুহতারাম, ভাই বুযুর্গ!!

এই সম্পর্ক মাটির সঙ্গে মিশে যাবার উপক্রম হয় কখনো মা-এর চাপে, কখনো ছেলের বাবার চাপে। কখনো বোনের চাপে। বোনের চাপ মানে যদি স্ত্রীর সঙ্গে অসম্মানজনক আচরণ করে।

দুবাইয়ের এক মেয়ে। সে আমার অনেক ভক্ত। নম্বর পরিবর্তনের কারণে তাঁর কাছে আমার সঙ্গে যোগাযোগের কোনো উপায় ছিল না। একবছর আগে আমাকে বলল, আমার স্বামীর সঙ্গে আমার অনেক ভালো ও চমৎকার সম্পর্ক! কিন্তু আমার স্বামী তার ভাইদের মধ্যে ছোট। তার বড় ভাইয়ের অনধিকার হস্তক্ষেপের কারণে আমাদের সংসার বরবাদ হওয়ার মতো অবস্থা। আমাদের জীবন-সংসার এখন অগ্নিময় হয়ে উঠেছে। আমাদের এ-সমাজে এর ব্যতিক্রম নয়; কখনো এমন হয় যে মেয়ের মা তার মেয়ের সংসারে এমন প্রভাব খাটায় যে, মেয়ের সংসারকে গারদখানা বানিয়ে ফেলে। অনেক মেয়ে তো এমনই নাদান ও মূর্খ যে, বিয়ের পর স্বামী-সংসার থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় তার বাবা-মাকে। বলে,

এ আমার ভাই!

ও আমার বোন!

আমার বাবা-মা!

মানে সবসময় নিজের আত্মীয়-স্বজনের ফিকির নিয়ে ব্যস্ত থাকে। স্বামী যে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাবে, এ কথাটা সে বেমালুম ভুলে যায়।

আরে এতো তোমারই স্বামী। তাকে আগে গুরুত্ব দেয়া উচিত। আর সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে এমন মেয়েদের সংসারটাই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলাদের ওপর সবচেয়ে বড় হক কার?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'স্বামীর হক।'

বিয়ের পর স্ত্রীর প্রধানতম দায়িত্ব হচ্ছে, স্বামীর বাবা-মা, ভাইবোন এবং আত্মীয়দের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, সাধ্যানুযায়ী তাদের খিদমত করা।

তবে তাদের এতোটা সুযোগ দেওয়া যাবে না যে, যাতে স্বামী-স্ত্রীর মুহাব্বত নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়।

এক্ষেত্রে স্ত্রীর দায়িত্ব হল, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।

সাবধান! বাবা-মা'র সঙ্গে অসদাচরণ করা থেকে

ছেলের ওপর ফরযে আইন হল, নিজের বাবা-মার খেদমত করা। মা-বাবা যদি নামায ভেঙে ফেলার হুকুমও দেয়, তাহলে সেটাই মানতে হবে।

মা যদি বলে এখন নামায ছাড়! তবে সুন্নত ও নফল নামায ছেড়ে দিতে বাধ্য প্রত্যেক সন্তান।

যদি বাবা-মা স্বামীর মাঝখানে এসে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি করার চেষ্টা করে, তাহলে সম্পর্ক রক্ষা করতে দুজনকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের সঙ্গে বেয়াদবী না করা, কোনো প্রকারের খারাপ ও অসম্মানজনক আচরণও না করা।

এক্ষেত্রে স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীকে হেফাজত করা, আর স্ত্রীর দায়িত্ব স্বামীকে সমস্ত ঝামেলা থেকে হেফাজত করা। একে অপরের পিতা-মাতা যদি তাদের দুজনের ব্যাপারে বেশি খারাপ আচরণও করে ফেলে, তবুও তাদের নিজ বাবা-মাকে কিছু বলার অনুমতি নেই-

وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

অর্থ– যদি জুলুমও করে তবু পিতামাতার সঙ্গে কোনো অসদাচারণ করা যাবে না।

বাবা-মাকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো কিছু শুনে কোনো যাচাই-বাছাই না করেই স্ত্রীর সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগে যাওয়া যাবে না।

স্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্থিত অভিযোগ যাচাই-বাছাইয়ের অভ্যাস

কয়েকদিন আগে আমার কাছে একটি মেয়ে এল। তার বাড়ি মুলতান থেকে অনেক দূরে। বিহারীর মেয়ে।

মেয়েটি অভিযোগ করল, আমার স্বামী আমাকে অনেক মারে। অনেক মারে। কারো থেকে কোনো কিছু শুনলেই আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজনও মনে করে না। আমার কাছে এসেই মারধোর শুরু করে দেয়।

আমি এই মজলিসে আপনাদের অনুরোধ করে বলছি, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার নিদর্শনের মধ্যে একটা বড় নিদর্শন।

وَمِنْ آيَاتِهِ

অর্থ– তোমার প্রভুর নিদর্শনের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল,

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

অর্থ– 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদিগকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও'

আর তাদের পরস্পরের মাঝে কিভাবে প্রশান্তি আসতে পারে? যখন স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে প্রকাশ্য মুহাব্বত হবে। আমাদের সমাজে যদি স্ত্রীর সঙ্গে গভীর ভালোবাসা-মুহাব্বত সৃষ্টি হয় তাহলে, অন্যরা বলতে শুরু করে–

স্ত্রীর এক নম্বর মুরিদ।

জামাইয়ের খাঁটি শাগরিদ।

স্ত্রী ছাড়া কিচ্ছু বুঝে না,

স্বামী ছাড়া অন্য কোনো নাম মুখ দিয়ে বেরই হয় না।

বউটা মনে হয় ছেলের মাথাটা একেবারে খেয়ে ফেলেছে। ছেলে আগে কত চঞ্চল ছিল, বউ আনার পর সে সারাদিন ঘর থেকে বেরই হয় না। অথচ কেউ এমন চিন্তাও করে না যে, এই মুহাব্বত খুবই জরুরি। যারা এসব বলে, তারা নাদান ও অজ্ঞ।

স্ত্রীর জন্য উচিত হল, স্বামীকে সম্মান করবে। তার তবিয়ত বিরোধী কোনো কাজ করবে না। সে কষ্ট পাবে এমন কোনো বাক্যও উচ্চারণ করা যাবে না।

তার মনে পেরেশান থাকলে কৌশলে তাকে শান্ত করে দিতে হবে। সে পছন্দ করে না এমন কিছু করাই যাবে না।

এমনকি যদি নফল রোযা রাখতে ইচ্ছা করে তাহলে স্বামীর কাছে থেকে অনুমতি নিয়ে নফল রোযা করা উচিত। যদি স্বামী যদি বলে রোযা ছেড়ে দাও, তাহলে স্ত্রীর রোযা ভেঙে দিতে হবে।

হযরত রাবেয়া বসরী রহ.-এর স্বামীর প্রতি আনুগত্য

রাবেয়া বসরি রহ. প্রতিদিন রাতভর নফল পড়তেন। আর নফল পড়ার আগে তিনি গোসল করতেন এবং সুগন্ধি লাগাতেন। তারপর তিনি স্বামীকে জিজ্ঞেস করতেন, আমাকে আপনার প্রয়োজন আছে কি? যদি তাঁর স্বামী বলতেন প্রয়োজন নেই। তখন আবার জিজ্ঞেস করতেন, আপনার কি অনুমতি আছে আমি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলব। স্বামী যদি বলতেন, হ্যাঁ আমার অনুমতি আছে, তুমি আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন কর।

তখন তিনি মুসল্লায় দাঁড়িয়ে যেতেন। নফল পড়বেন তাও স্বামীর কাছে জিজ্ঞেস করে নিলেন। আজ তের শ বছর পর আমরা তাঁর কাহিনী আপনাদের শোনাচ্ছি। তিনি কত উঁচু পর্যায়ের মহিলা ছিলেন! এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন, উত্তম মানুষ সেই যে স্ত্রীর সঙ্গে ভালো আচরণ করে। উত্তম মুমিন তো সেই যে স্ত্রীর সঙ্গে চমৎকার আচরণ করে।

এই কথার রেশ ধরেই আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমাদের জন্য উত্তম হল, তোমরা স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর। এ ব্যাপারে আমি আয়াত তেলাওয়াত করেছি, কিছুক্ষণ আগে আপনাদের সামনে পেশ করেছি সূরা রুমের কয়েকটা আয়াত, তার ভাবার্থ হল–

আল্লাহ তাআলার নিদর্শন মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা,
জমিন-আসমান বানানো।
আল্লাহ তাআলার নিদর্শন জবান ভিন্ন ভিন্ন হওয়া,
রঙ-রূপ আলাদা হওয়া।
আল্লাহ তাআলার নিদর্শন নিদ্রা আসা, জাগ্রত হওয়া।
বৃষ্টি, আসমান, জমিন, চাঁদ, তারকা, সূর্য এবং সবকিছু আল্লাহ তাআলারই নিদর্শন।

স্ত্রী ও বাচ্চাদের জন্য একটা স্পেশাল সময় নির্ধারণ করুন

আল্লাহ তাআলার নিদর্শনের বড় নিদর্শন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। যারা আমার কথা শুনছেন, তারা নিজেদের বিবিকে মুহাব্বত করেন। স্ত্রীর কাছে অনেক অনেক ভালোবাসা প্রকাশ করুন। স্বামী স্ত্রীর কাছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে ভালোবাস প্রকাশ করুন। এটা জরুরি। এক সাহাবী বসেছিলেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে। অন্য এক সাহাবী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহর রাসূলের খিদমতে থাকা সাহাবী রাযি. আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই যে লোকটা যাচ্ছে তার প্রতি আমার অনেক মুহাব্বত রয়েছে। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তুমি কী বলেছ? সাহাবী রাযি. বললেন, জি না! বল নি তো উঠে যাও এবং তাকে বল, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

এই কথার দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, ভালোবাসা শুধু লুকিয়ে নয় বরং মুখে বলেও প্রকাশ করতে হবে। ভালোবাস সেটা তার কাছে প্রকাশ করাটা অনেক অনেক জরুরি। এজন্য স্বামীর জন্য উচিত যে, প্রতিদিন অন্তত এমন একটা সময় নির্ধারণ করা, যে সময়টা স্ত্রী এবং সন্তানের সঙ্গে ভালোবাসাময় মুহূর্ত কাটানো যায়। ওই সময় যাতে মোবাইল না বাজে, টিভি না চলে এবং কোনো ধরনের সংবাদ না চলে। যদি প্রতিদিন না পারা যায় তবে একদিন/দুইদিন পর পর করা যেতে পারে। ওই সময়টাতে সবকিছু থেকে অবসর হয়ে শুধু স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য ওয়াকফ করে দিতে হবে। এতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনুযায়ী স্ত্রীর কাছে ভালোবাসা প্রকাশ করার আমলটা বাস্তবায়ন করা যাবে। ওই সময় আপনি দুনিয়া ও আখিরাতের কথা আলোচনা করতে পারেন। ওই সময়ে কেনো মিটিংয়ে উপস্থিত হওয়ার কথা দিতে পারবেন না। এটা আপনার আর্জেন্ট কাজ থেকেও আর্জেন্ট। এ মিটিং অন্য কোনো মিটিং থেকে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। ওই সময় মুহাব্বতের কথা বলতে পারেন। হাসি-ঠাট্টার কথা বলতে পারেন। দুনিয়াবি কথা বলতে পারেন। আখিরাতের কথা বলতে পারেন। সংসারের আয় উন্নতি-অবনতির কথা বলতে পারেন।

স্ত্রীদের সঙ্গে আল্লাহর নবীর আনন্দ-খুশি

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘরে ছিলেন। এ সময় হযরত সাওদা রাযি. সেই ঘরে প্রবেশ করেন। হযরত আয়েশা রাযি. পাতলা পাতলা হালুয়া তৈরি করেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এস! হালুয়া খাও!

হযরত সাওদা রাযি. খেতে রাজি হচ্ছিলেন না। আল্লাহর রাসূল বললেন, খেতে এস! নইলে তোমার মুখে লাগানো হবে! তারপরেও হযরত খেতে রাজি হচ্ছিলেন না। তো এ সময় আয়েশা রাযি. হালুয়া নিয়ে হযরত সাওদার মুখে লাগিয়ে দিলেন। বসে বসে তা দেখে রাসূল হাসছিলেন এবং মজা পাচ্ছিলেন।

এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.-এর দু-হাত ধরলেন এবং হযরত সাওদাকে বললেন, এবার তুমি তার মুখে হালুয়া লাগিয়ে দাও! হযরত সাওদা আয়েশা রাযি.-এর মুখে হালুয়া লাগিয়ে লেপটে দিলেন। এটা এক বর্ণনায়।

অপর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রাসূল সাওদাকে বললেন, তুমি এবার লাগিয়ে দাও, কিন্তু হযরত সাওদা রাজি হচ্ছিলেন না। দ্বিতীয়বার বললেও তিনি রাজি হলেন না।

বললেন, আমি এমন কাজ করতে পারব না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার/তৃতীয়বার বলার পরেও হযরত সাওদা রাজি হলেন না। তিনি (সাওদা রাযি.) অস্বীকার করলেন।

তখন আয়েশা রাযি. নিজে উঠে এসে নিজের মুখে নিজেই হালুয়া লাগিয়ে দিলেন।

তারপর আল্লাহর নবী বললেন, সাওদা এমন কাজ করতে পারে না। এই তো ছিল নবী জীবনের নির্মল, চমৎকার ও খুশির জীবন। আর এটাই হল যাপিত জীবনের আনন্দ-কল্লোল। এমন চমৎকার অনুসঙ্গ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন সব সময়ের দাবি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

বয়ান-৭

সুখময় জীবনের খোঁজে

মঙ্গলবার, ৫ জুন ২০১৪

কেমন হওয়া উচিত দুজনের মধ্যকার সম্পর্ক

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة

او كما قال عليه الصلاة والسلام

আজ যে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তা হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেমন সম্পর্ক হওয়া উচিত? কেন তার এতো গুরুত্ব দেওয়া সে ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করার আশা রাখি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমি কয়েক জায়গা সফর করেছি।

সেই সফরে যে আলোচনা করেছিলাম, তাই আপনাদের সামনে পেশ করব। আসলে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মাঝে সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, এই সম্পর্ক কী কারণে ভেঙে যায়, কতোটুকু অবহেলার কারণে এমন একটা সম্পর্কের অপমৃত্যু ঘটে এ-ব্যাপারে বছরের পর বছর আলোচনা করেও শেষ করা যাবে না। এখানে উপস্থিত আমরা এ-বিষয়ে আলোচনা করব, শুনবো, অনুধাবন করে আমল করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা সবাইকে তাওফিক দান করুন। আমীন।

আমি আপনাদের সামনে কুরআনে কারীমের একটা আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ থেকে একটি হাদীস তিলাওয়াত করেছি। কুরআন পাকে কী চমৎকারভাবেই না আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাকে বুঝিয়েছেন।

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

অর্থ– তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র। (সূরা বাকারা: ২২২)

তোমাদের বিবি তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ। এই উপমার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবন-যাপন করার উসূল বা নিয়ম বলে দিয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন স্ত্রীকে ক্ষেতের সঙ্গে উপমা দিয়েছি এবং স্বামীকে কৃষকের। চাষকারীকে জমিদারের উপমা দিয়েছি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এভাবে হতে পারে যেভাবে ক্ষেতের সম্পর্ক হয়–

কৃষকের
চাষকারীর
জমিদারের।

يُوجِبُ الزُّرَّاعَ

অর্থ– যা চাষীর জন্য আনন্দায়ক। (সূরা ফাতাহ :২৯)

যখন জমিদার তার ফসল দেখে এবং ফসল যে ফলায় তাকে খুশি করে। আমি নিজে এক গ্রামের খান্দানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি। আমি দেখেছি একজন কৃষক তার ক্ষেতের জন্য কতো কষ্টটাই না করে! আর কৃষকদের জীবন যাত্রা দেখে, অনুভব করে আমি এই অভিজ্ঞতা হাসিল করেছি যে, স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝে কেমন সম্পর্ক থাকা উচিত। ক্ষেতে ফসল ফলানোর জন্য একজন জমিদার জানবাজী রাখে।

কৃষক চাষাবাদ করতে করতে জীবন দিয়ে দেয়।

গরমে, প্রচণ্ড গরমে। ঠাণ্ডায়, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়। কিভাবে তারা জানপ্রাণ দিয়ে ক্ষেতে কাজ করে যায়। সে দৃশ্য শুধু চোখ দিয়ে দেখা নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছি। আমি আপনাদের আমার আত্মাজীবনীর কিছু শোনাচ্ছি! জমিদার ছিল আমার বাবা ১৯৮৪ তে। আমি অসুস্থ ছিলাম। রায়বেন্ড থেকে চারমাসের ছুটি পাই। তখন তো জমি চাষ করার সুবর্ণ সময় ছিল। আমি ওয়ালেদ সাহেব রহ. থেকে চাষাবাদ করার অনুমতি নিলাম। তারপর জমিতে আমি নিজেই চাষ করতে লেগে গেলাম। তখন জুন মাসের রমযান চলছিল; একে তো রমযান মাস তার উপর প্রচণ্ড গরম। মাথায় মোটা চাদর পেঁচিয়ে জমিনে চাষ করতে যেতাম। গরমে আমার কণ্ঠতালু শুকিয়ে

আসতো! পিপাসায় ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম হত। এভাবে চারমাস জমি চাষের কাজে ছিলাম। এরপর তাবলীগে চারমাস সময় লাগানোর পর দীনের কাজে লেগে যাই, এরপর এ কাজ করার প্রয়োজন হয় নি। আল্লাহ তাআলা এমন কাজে লাগিয়ে দিলেন যে, চাষাবাদ করার মতো কাজ করার প্রয়োজন পড়ে নি।

আমি আপনাদের যা বুঝানোর জন্য এ কাহিনীর অবতারণা করেছি, তা হল এমন প্রচণ্ড গরমে খেতে কাজ করেছি।

প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করেছি।

পিপাসা নিয়ে আমি কাজ করেছি।

তো! চাষীর সঙ্গে খেতের যে সম্পর্ক আমি আপনাদের বললাম, সেরকমই সম্পর্ক স্বামীর নিজ স্ত্রীর সঙ্গে। কৃষক শুধু জমি থেকে ফসলের জন্যই জমি চাষ করে না, জমিকে আত্মার আত্মীয় মনে করে তাকে বুকে আগলে রাখে। তাকে নিজের জীবনের চাইতে বেশি ভালোবেসে থাকে। জমি চাষ করতে গিয়ে কখনো প্রচণ্ড গরমের কারণে, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তাকে ত্যাগ করে না। বন্যার জলে জমি ভেসে যাওয়ার কারণে তাতে বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে, জমি বাঁচানোর চেষ্টা করে। তদ্রুপ স্বামী নিজ স্ত্রীকে হেফাজত করবে। ফলদার গাছকে যেমনিভাবে মানুষ রক্ষা করে–

গাছে আরেকটা খুঁটি বেঁধে, পানি দিয়ে, ভালো মাটি দিয়ে। ফলে গাছ ফলদার হয়। গাছে পানি দেয়ার জন্য ঝর্ণা প্রবাহিত করা হয়। গাছ পুষ্টিযুক্ত করতে মাটির উর্বরতার জন্য সার দেয়া হয়।

তেমনই স্বামী নিজ স্ত্রীর জন্য কী করবে? স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার ও মধুময় আচরণ করবে। মন ভালো করার মতো কথাবার্তা বলবে।

মহিলাদের কর্তব্য হল, তারা যেন এমন অবস্থায় থাকে–

ফুল দিতে হবে, ফল দিতে হবে।

পাতাও ছাড়তে হবে।

যদি সার নিতে পারে, পানি নিতে পারে,

এরপর যদি ফুল না দে:ে, ফল না দেয়, ছায়াদার না হয়।

তখন তো জমিদার তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, চোখ ফিরিয়ে নেয়।

তো যদি স্বামী এতো উন্নত এবং সুন্দর ও ভদ্র হয় এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার স্বামীর চাহিদা অনুযায়ী কাজ না হয়, তাহলে তো সেটা ওই ক্ষেত হয়ে

যাবে, যে ক্ষেতে ফুল নাই, অথচ তাকে যত্ন করা হয়েছে। ফল নাই, অথচ তাকে যত্ন করা হয়েছে। পাতা নাই অথচ তার উর্বরতার জন্য সার প্রয়োগ করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় সে তার সম্মান ও মর্যাদাকে সে নিজেই অবমূল্যায়িত করল। কখনও এমন হয় যদি– ফসল খারাপ হয়ে যায়, আর খারাপ ফসল দিয়ে কোনো কাজ হয় না, তখন জমিদার তাতে লাঙ্গল চালিয়ে দেবেন। তো স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য অনেক সুন্দর পয়গাম রয়েছে। জমিদার হন তাহলে বুঝতে পারবেন আর জমিদার না হলে তো পুরো গায়ে একটা চক্কর লাগিয়ে এলে বুঝা যাবে যে, একজন জমিদার তার ক্ষেতের জন্য কতোটা না কষ্ট করে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শরীরে পানি লাগায়। যখন ক্ষেতে পানি দেওয়ার প্রয়োজন পড়তো তখন আমার বাবা রহ. নিজে রাত বারোটায় উঠে ক্ষেতে পানি দেয়ার তদারকিতে যেতেন। পানি ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে নাকি সমস্যা হচ্ছে।

জমিদার তার জমির জন্য কি না করে! জমির আগাছা দূর করে, পানি লাগলে ঠিকঠাকভাবে পানি দেয়। তেমনি একজন স্বামী তার স্ত্রীর জন্য তাই করে, প্রথমেই স্ত্রীর মন মেজাজ বুঝে নেয়, তারপর পছন্দ মাফিক তার সঙ্গে আচরণের চেষ্টা করে। তার যা যা প্রয়োজন তা এনে দেয়ার চেষ্টা করে। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তার সব চাহিদা পূরণ করে। তাকে মুহাব্বত করে। তার প্রতি নির্মল ভালোবাসা প্রকাশ করে।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এতো মহান ব্যক্তিত্ব কেউ নেই। মানবজাতির ইতিহাসে তার সত্ত্বার মতো তো কেউ নেই। এই পৃথিবীতে তার মতো কেউ নেই।

ثُمَّ دَنَىٰ فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ

অর্থ– অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী, ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা উহারও। (সূরা নাজম : ৮-৯)

যাঁকে শোনানো হয়েছে,
যাঁর জন্য বলা হয়েছে,
মাকামে মাহমুদ যাঁর জন্য তৈরি করা হয়েছে।

শাফাআত, যিনি হক দিয়ে গেছেন, ঝান্ডা যিনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন, জান্নাতের চাবি যার হাতে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবচেয়ে বেশি মুহাব্বাত আপনার কার সঙ্গে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার সবচেয়ে বেশি মুহাব্বত ও ভালোবাসা আয়েশার সঙ্গে। এ কথাটা তিনি সবার সামনে বলেছেন।

আমাদের সমাজের এটা কেমন মূর্খতা যে, স্ত্রীর জন্য ভালোবাসা প্রকাশ করাটাকে লজ্জাকর ও অপমানকর মনে করে। স্ত্রী স্বামীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করাটাকে লজ্জা ও অপমানজনক মনে করে। এই আয়াতে পরস্পরের জন্য একটা নিয়ম-কানুন দেওয়া হয়েছে, স্বামী খুবসুরত আচরণ করবে। চমৎকার ব্যবহার করবে। স্ত্রীর পরিপূর্ণ মর্যাদা দান করবে। তার সমস্ত চাহিদা পূরণ করবে।

গাছের খাবার পানি দিবে। আর বিবি তার বিনিময়ে গাছে ফুল জন্মিয়ে দেখাবে। ফলবান গাছ হয়ে দেখাবে। ছায়াদার বৃক্ষ হয়ে দেখাবে। সাধ্যানুযায়ী স্বামীর পরিপূর্ণ আনুগত্য করবে।

দুজন দুজনের হক আদায় করতে হবে

এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলাদের কাছে সবচেয়ে বেশি হক কার? আল্লাহর নবী বলেন, তাঁর স্বামীর! বিয়ের পর মহিলার ওপর সবচেয়ে বেশি হক তার স্বামীর। কিন্তু এই স্ত্রীই ফলদার, ফুলদার কেন হতে পারে না? বিয়ের পর তাঁর মায়ের কথা, বাবার কথাকে স্বামীর কথা থেকে আগে রাখে। নিজের বাবার কথাকে স্বামীর বাবার কথার আগে রাখে। ভাই-বোনের কথা স্বামীর কথার আগে রাখে। নিজের মেজাজ বা স্বভাবকে তার স্বামীর মেজাজ থেকে আগে রাখে। সে উপমা হল যেন পাতাঝরা বৃক্ষ।

তার উপমা যেমন ফুল ছাড়া বৃক্ষ, ফলবিহীন বৃক্ষ। নিজের মেজাজকে স্বামীর মেজাজের মধ্যে লীন করে দিতে হবে, অস্তিত্বহীন করে দিতে হবে। স্বামীর মেজাজই হবে স্ত্রীর মেজাজ, নিজের চাহিদাকে স্বামীর চাহিদার মধ্যে মিশিয়ে দেবে। বিয়ের পরে মহিলাদের ওপর সবচেয়ে বেশি হকদার তার স্বামী। এর জন্য সে নিজের মাকে পেছনে রাখে, বাবাকে পেছনে রাখে।

অন্যান্য আত্মীয়দের পেছনে রাখবে। ভাই-বোনদের পেছনে রাখবে। নিজের স্বামীকে আগে রাখবে। এভাবে উভয় পক্ষ থেকে এ চমৎকার সম্পর্ক কায়েম হবে, একটি উপমাময় ঘর হয়ে যাবে। এমন ঘর যখন অনেক হয়ে যাবে তো এক দৃষ্টান্তমূলক সমাজ হয়ে যাবে।

স্বামীরও উচিত স্ত্রীর দিকে খেয়াল রাখা। তার মন বুঝা। ভালো লাগা, মন্দ লাগাটার দিকে দৃষ্টি রাখা। কখনো স্ত্রীর দিকে নেতিবাচক চোখে না তাকানো। সাধারণত সমাজের অনেক পরিবারে এমন দেখা যায় যে, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে প্রকৃতভাবেই স্ত্রী মনে করে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে শুরু করে তখনই সে নানা রকম শরীরের জ্বালা ধরা কথা শুনতে হয় যা আমি আগেও বলেছি। তখন ভাই-বোনেরা ভুল বুঝে ভাইকে, বাবা-মা ভুল বুঝে সন্তানকে। এমতাবস্থায় স্বামী বেচারা আগপিছ না ভেবে যদি স্ত্রীকে বাঁকা নজরে দেখতে থাকে তাহলে স্ত্রীর ওপর করা হবে মারাত্মক রকমের অন্যায়। এক্ষেত্রে স্বামীর করণীয় হবে, স্ত্রীকে এ ব্যাপারে ভালোভাবে জিজ্ঞেস করা, সমস্যার মূল খুঁজে বের করা। স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার বাবা-মা, ভাই-বোনের অভিযোগ করার কারণ কি? তারপর অন্যদের নিয়ে বসে ব্যাপারটার সমাধান করা। যেমন অভিযোগকারী বাবা-মা, ভাইবোনকে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় অভিযোগ শুনে তাদের মাঝে সমাঝোতা কায়েম করা। যাতে নিজেদের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভ আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে না পারে। আর এক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা রাখতে হবে স্বামীকেই।

আর যদি বিভিন্ন পদক্ষেপ নেবার পরও কোনো কাজ না হয়, স্বামীর আত্মীয়দের পক্ষ থেকে ভুল ধারণা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, তাহলে স্বামী তা নিজের ভেতরেই চেপে রাখবে, মেনে নেবার চেষ্টা করবে, স্ত্রীকে এ ব্যাপারে কোনো টাচ লাগানো যাবে না।

স্বামীর খেয়াল রাখতে হবে যে, তার বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব এবং অন্যান্য আত্মীয়দের পক্ষ থেকে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত এলে মনে রাখতে হবে যে, এটা একটা দূর্গন্ধময় বিষয়। দূর্গন্ধ দূর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাফ করা বলতে বাবা-মা এবং অন্যান্যদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত বিষয় আসবে তা নিজের মধ্যে চেপে রাখা। স্ত্রীকে এর মাঝে টেনে আনা যাবে না। স্ত্রীর পক্ষ থেকে এমন হয় যে, তার বাবা-মা, ভাইবোন এবং অন্যান্য আত্মীয়রা যদি ভুল কথা বলে, তবে কতক আত্মীয়রা এমন আছে,

যে নিয়তে কোনো খারাবি উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু মুর্খতার কারণে সংসার ভেঙে দিতে ভূমিকা রাখে। কিন্তু কতকের নিয়তই হয় যে, এটা ভেঙেই ছাড়বে। এসব ক্ষেত্রে তাকে এখানে কোনো ভূমিকা রাখতে দেয়া যাবে না। তাকে এখান থেকে পৃথক রাখতে হবে। এমন কাঁটাদার বৃক্ষ আমাদের দেশে অসংখ্য-অগণিত। যদি নিকটতম আত্মীয়দের পক্ষ থেকে এমন হয় যে, তাদের পক্ষ থেকে এমন নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা থাকে তাহলে স্ত্রীর উচিত এই দূর্গন্ধকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া। বান্ধবীদের পক্ষ থেকে এই দূর্গন্ধ এলে তা প্রতিরোধ করা, সাফ করা স্ত্রীর জিম্মায়। এই সমস্যাগুলো যখন উদয় হয়, তখন স্ত্রীর উচিত এই সমস্যাগুলো অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেওয়া। এগুলো নিজে বরদাশত করা, নিজেই নিজের মধ্যে এগুলো চেপে রাখা। উভয়পক্ষ যেমন, স্বামী নিজের খান্দানের সমস্যাগুলো নিজেই সমাধান করবে। স্ত্রী করবে তার খান্দানের সমস্যাগুলোর সমাধান। তৃতীয়পক্ষের সমস্যাগুলো দুজনে একত্রে বসে আলোচনা করে সমাধান করবে। স্বামী যদি একটু বাড়াবাড়ি করে তাহলে স্ত্রীর ধৈর্য ধরা আর যদি স্ত্রী এমন করে তবে স্বামীর ধৈর্য ধরতে হবে। উভয়ে যদি বাড়াবাড়ি করে তাহলে এটা নিজেদের নিষিদ্ধ কাজকর্ম। নিজেদের নিষিদ্ধ ও ভুল চিন্তাধারার কারণে জীবন যন্ত্রণাময় হয়ে যায়। জীবন অনেক খারাপভাবে অতিবাহিত হতে থাকে।

ফেরাউনের স্ত্রীর ঈমান

সম্ভবত প্রথমে ইমাম গাযযালি রহ.-এর একটি কথা বলেছিলাম। দ্বিতীয়বার সেটি বয়ান করছি, স্বামী যদি শক্ত মেজাজের হয়, তো স্ত্রী যেন সবর করে, ধৈর্য ধরে। আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের স্ত্রীকে এমন কিছু মর্যাদা দান করেছিলেন, যে মর্যাদা ফেরাউনের ঘরে হযরত আসিয়া আলাইহিস সালাম লাভ করেছিলেন। কোথায় হযরত আসিয়া আর কোথায় ফেরাউন! তিনি ঈমান এনেছিলেন, আর ঈমান আনার কারণেই তাঁকে শূলিতে চড়ানো হয়েছিল কিন্তু ঈমান ছাড়েন নি। এর প্রতিদান দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকে তাঁর কাহিনী বর্ণনা করে–

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ– আল্লাহ আরও উপমা দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির ঃ তাদের একজন মূক, কোনো কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার প্রভুর ভারস্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠানো হক না কেন সে ভালো কিছুই করে আসতে পারে না; সে কি সমান হবে ওই ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে? (সূরা নাহল :৭৬)

ফেরাউনের বিবির আলোচনা করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর তারিফ করে বলছেন, ঈমান বল। তোমরা এক মহিলার কাহিনী শোন! ফেরাউনের সংসারে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু ঈমান ছাড়েন নি। শূলিতে চড়েছেন, কিন্তু ঈমান ছাড়েন নি।

বরং তিনি আল্লাহ তাআলা কাছে দুআ করেছেন, আমাকে ফেরাউন থেকে বাঁচান! আমার এ নিয়ে গর্ব এসেছে। আল্লাহ তাআলা এই মর্যাদা তাকে দান করেছেন। ফেরাউনের জুলুমের সামনে তাকে সবর দান করেছেন।

যদি স্ত্রী বদমেজাজি হয় আর স্বামী যদি তা সহ্য করে যায়, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন পুরষ্কার দান করবেন, যে পুরষ্কার তিনি হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামকে সবর করার কারণে দান করেছিলেন।

কতক স্বামী-স্ত্রী নিজেরাই দূর্গন্ধময় অবস্থা তৈরি করে নেয় নিজেদের মধ্যে।

না স্বামী সবর করে, না স্ত্রী সবর করে।

না সে থামে, না ও থামে।

এটাতো নিজের হাতে নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে বসে থাকা।

নিজেই নিজের সম্পর্কের পরসমাপ্তি ঘটায়। যেহেতু মানুষ! ভুল হতেই পারে। কোনো সময় তো একে অপরের মেজাজ এক রকম হয়। তখন একজন শক্ত হয়ে গেলে অন্যজন নরম হয়ে যাবে। দ্বিতীয়জন শক্ত হলে প্রথমজন নরম হয়ে যাবে। এভাবেই একজন অপরজনকে মেনে নিতে হবে। তাহলে হয়তো অনাগত সংসার ভাঙার অবস্থা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। দুজনেরই মেজাজ গরম হয়ে গেল তো হিতে বিপরীত হবেই। এক্ষেত্রে একজনকে ঠাণ্ডা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে স্বামী দুজনেরই সচেতনতার বিষয়টাতে সমান চেতনা থাকতে হবে। সঙ্গত কারণে দুজনেই

যদি উত্তেজিত থাকে, দুজনের মাঝে সমঝোতা না হয়, তাহলে তাদের দুজনের মা-বাবা এসে একবার ছেলেকে বুঝাবে আরেকবার মেয়েকে বুঝাবে। তাদের সম্পর্ক সহজ করার জন্য চেষ্টা করবে। ছেলের পক্ষ থেকে দূতিয়ালি করবে, কখনো মেয়ের পক্ষে দূতিয়ালি করবে। দুজনের মাঝে প্যাঁচ না লাগিয়ে দুজনকে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করবে। তাদের বিষয়টা সমাধান করে তাদের সম্পর্ককে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করবে। তবেই আল্লাহ তাআলার ফযল ও করমে এই ঘরগুলো আবার আবাদ হয়ে যাবে। তো এই সময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের পয়গাম দিয়েছেন, স্বামীর দায়িত্ব হল, কৃষক হয়ে ক্ষেতের দেখভাল করার মতো স্ত্রীকেও দেখভাল কর। নিজের স্ত্রীর জন্য জানবাজি রাখ!

স্ত্রীকে হুকুম দিয়েছেন, সে যেন খুবসুরত ফলদার-ফুলদার বৃক্ষ হয়ে যায় আর তাতেই জীবন সুখময় হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক করুন। আমীন।

বয়ান-৮

সুখময় জীবনের খোঁজে

মঙ্গলবার, ৫ জুন ২০১৪

পরিবার ব্যবস্থাপনা
আল্লাহ্ তাআলার এক অপার দান

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

স্বামী এবং স্ত্রী বিষয়ক ধারাবাহিক আলোচনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে জারি রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আগের বয়ানে আমি আপনাদের সামনে স্বামী-স্ত্রীর বিষয়ে একটি আয়াত উপস্থাপন করেছিলাম। আজ আরেকটি আয়াত আপনাদের খেদমতে পেশ করছি সূরা নিসা হতে–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

অর্থ– তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবন-যাপন করবে; তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ। (সূরা নিসা :১৯)

আল্লাহ তাআলা স্বামী অর্থ্যাৎ পুরুষদের উদ্দেশ্যে করে বলেন, নিজের স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। এর আগে আল্লাহ তাআলা চমৎকার একটি কথা বলেছেন, 'যদি তোমাদের পছন্দ না হয়'।

বিষয়টা নিয়ে অনেক চিন্তা, অনেক হিসাব নিকাশ করা প্রয়োজন বরং ইয়াকিন বা দৃঢ় বিশ্বাসের ব্যাপার হল, তোমাদের যদি একটা জিনিস পছন্দ না হয়, অথচ আল্লাহ তাআলা ওতেই অনেক মঙ্গল নিহিত রেখেছেন। আর আল্লাহ তাআলা তা দরকার মতো প্রকাশ করবেন। এজন্য তোমাদের বিবিদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। যদি বিবি তোমাদের পছন্দ না হয়, তাহলে ব্যাপারটা এমন হল, একটা জিনিস তুমি পছন্দ করলে না, অথচ আল্লাহ তাতে অনেক মঙ্গল নিহিত রেখেছেন! তুমি তা থেকে বঞ্চিত হলে।

আত্মহত্যার দেশে

আল্লাহ তাআলার চমৎকার জীবন বিধান হল, জীবন পরিচালনার জন্য তিনি লোক-সমাজের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি মানুষকে একজনকে অপরজনের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন। তাই মানুষ একাকি জীবন-যাপন করতে পারে না।

আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করেছি এবং এখনও করছি, তিনি আমাদের খান্দানী ব্যবস্থাপনা দান করেছেন।

আমাদের পারিবারিক নিয়ম হল, আমরা একত্রে বসবাস করি।

ছেলে-মেয়ে, বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানীসহ আমরা একান্নবর্তী পরিবারে বাস করি। কোনো দেশে এমন রয়েছে, তাদের জীবন একাকী অতিবাহিত হয়। সুইজারল্যান্ডে আত্মহত্যার নিয়ম রয়েছে, সেখানে আত্মহত্যা করা বৈধ। কোনো ব্যক্তি যদি মরে যাবার ইচ্ছে করে, তখন সে ডক্টরের কাছে যায়, ডক্টর লিখিত দিলে সে মরতে পারে। আমি সুইজারল্যান্ড দেখেছি,

কী চমৎকার ও সৌন্দর্যের রাণী সে শহর!

সেখানে আমার এক ডক্টর বন্ধু আছে। তিনি বলেছেন যে, সে দেশের অধিকাংশ মানুষ ডিপ্রেশন বা হতাশার রোগে আক্রান্ত। তারা আত্মহত্যা করে। আর সেটা অত্যাধিক পর্যায়ে! কেউ যদি আত্মহত্যা করতে চায়, তাহলে সরকারি বিধি রয়েছে। তো আমি ডক্টরকে জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি? ডক্টর সাহেব বললেন, এর অনেক কারণ রয়েছে, সবচেয়ে বড় কারণ হল, একাকিত্ব!

পুরুষরা একাকি, মহিলারা একাকি। না মায়ের কোল আছে, না বাবার ছায়া আছে। না স্ত্রীর ভালোবাসা আছে, না স্বামীর বিশ্বস্ততা আছে, না আছে সন্তানের সাহায্য।

সে দেশের প্রত্যেক মানুষ, মহিলা ও পুরুষ একাকি বসবাস করে। আর একাকিত্বই মানুষের হতাশাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। আত্মহত্যার আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়। মানুষ নেশায় ডুবে যায়, ড্রাগে ডুবে যায়।

মানুষের জন্য একটা অনেক বড় তাকাযা হল একত্রে বাস করা। একত্রে বাস করার কোনো বিকল্প নেই। একাকিত্বের কারণে জীবন সমাপ্তির দেশে পা বাড়ায়। যখন বার্ধক্য আসে, তখন যদি মানুষের আয়ূ দীর্ঘমেয়াদী রূপ

নেয়, তখন এই একাকিত্বটা বার্ধক্যকালে এসে তার দূর্বল জীবনটাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের খান্দানী বিধি দিয়েছেন। আমরা একত্রে বসবাস করি। তো একত্রে থাকার মাঝে এক আবশ্যিক বিষয় হল, কারও চিন্তাধারা অন্যের তবিয়ত বা মত অনুযায়ী হয় না। আর খান্দানী বিধি কেন ভেঙে পড়ে?

এক তো ওহির আলো নেই। সত্য-সুন্দর ছোঁয়া নেই।

দীনের শিক্ষাও নেই। তারা যা করে নিজেদের মর্জি অনুযায়ী করে।

কাউকে নিজের মতের বিরুদ্ধে বলার সুযোগ দেয় না।

তো সে দেশের সংখ্যারিষ্ট লোক পৃথক পৃথক থাকে। সেজন্য তারা একাকিত্বে ভোগে। আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়া-করুণায় আমাদের একটা সমাজ দান করেছেন। আর এই সমাজের একটা নিয়মনীতিও দান করেছেন। এটা শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্য নয়, পুরো মানব সমাজের জন্য এক পয়গাম। আল্লাহ তাআলা যা বলেন তাতে সবার জন্য পয়গাম থাকে ব্যাপকভাবে। তো যদি আমরা একত্রে থাকি, তখন আমাদের একে অপরের মেজাজ-মর্জি একজন অপরজনের সঙ্গে মিলে না। তখন কি করা হবে?

একজনের গোস্তাখি-ভুল মেনে নিতে হবে, বরদাশত করতে হবে। এটাই একটা সমাজকে সুন্দর ও সাবলীল বানানোর অসাধারণ পদ্ধতি। স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ক সুন্দর বানানোর পদ্ধতি। একজন অপরজনকে সহ্য করা। এটা বলা হয়েছে পুরুষকে, মহিলাকে নয়।

পুরুষেরা ঘরের দায়িত্বশীল,

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহকারী।

তার মত অনুযায়ী সারা ঘর চলে।

মহিলা তাকে অনুসরণ করে, তাকে মেনে চলে।

এই নিয়ম তার জন্যই।

কিন্তু পুরুষকে সম্মোধন করা হয়েছে এজন্য যে, পুরুষ সবকিছুর জোগানদাতা। সে অন্য কারো মেয়েকে ঘরে আনে। কেউ বউ বানিয়ে আনে, কেউ বিবি বানিয়ে আনে। স্বামীর জন্য সে স্ত্রী হয়ে আসে। শ্বশুড়-শ্বাশুড়ির জন্য সে বউমা হয়ে আসে। তাদের দিকে এই ঈঙ্গিত করা হয়েছে, তার প্রতি এই সম্মোধন করা হয়েছে, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। না পছন্দ হয়, তবুও ভালো ব্যবহার করো। আল্লাহ তাআলা সমাজের কানুন

দিয়ে দিয়েছেন, কারো সঙ্গে তোমার মতের মিল হবে কারো সঙ্গে হবে না এমন কিছু সন্ধান করো না। যে তোমার তকদিরে এসেছে তাকে মেনে নাও। তার সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দাও। আর যদি একাকি হয়ে যাও! তো ওদের একাকি জীবন-যাপন দেখে আস-

সেখানে রয়েছে সমস্ত সুখ ও আনন্দের পসরা, সমস্ত সুন্দরের রাজ্য।

রাজ্যও অনেকটা জান্নাতের মতো, কিন্তু বড়ই একাকি।

রাজ্য খুব সুন্দর, অন্তর বিরান ঘর।

ভালোবাসার দেয়ালটাও নড়বড়ে।

আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা আমাদের যে জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলে দিয়েছেন, তার কোনো আছর সেখানে নেই। একে অপরকে সহ্য করা, আর এই সহ্য বা বরদাশতের ওপরই নির্ভর করে জীবন সুখময় হওয়া।

কেউ একশতে এক শ পায় না

আমাদের সমাজে এটা প্রচলিত আছে, আমরা যদি কারো কোনো একটা দোষ-ত্রুটি বা দূর্বলতা দেখি তখন তার সমস্ত ভালো গুণের কথা ভুলে যাই। ভুলে যাই যে, তার মধ্যে ভালোও কিছু আছে সে কথাটা। মহিলা তার স্বামীকে একশতে একশয় খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু ঠিক একশ নম্বরধারী খুঁজে পায় না। তদ্রুপ স্বামী নিজ স্ত্রীকে একশতের মাঝে এক শ পার্সেন্টই পেতে চায় কিন্তু কেউ তো একশতে এক শ নম্বরধারী পায় না। শিক্ষাবোর্ড এতটা রহম দিল যে, স্রেফ তেত্রিশ নম্বরের ওপর পাস দিয়ে দেয়। বাকি সাতষট্টি নম্বর প্রকাশ না পেলে কারো ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। এই সংবিধান আল্লাহ তাআলার। তিনি এক শ নম্বর চান নি–

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ

অর্থ– যাহাদের পাল্লা ভারী হবে। (সূরা আরাফ :৮)

তার নেকি দ্বারা ভরে গেছে। গোনাহ শত নেকি একশতে এক। চল ভাই মাফ কর। তার নেকি তার গোনাহের ওপর ভরে গেছে। আল্লাহ তাআলা তাগিদ দিয়ে বলেছেন, তার হাতের কারুকাজ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে গুণা হবে না। আমি তো এর হিসাব নেবই।

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ

অর্থ– আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (সূরা আরাফ :৯)

যার নেকির পাল্লা হালকা হয়, আর গোনাহের পাল্লা ভারি হয়, সে সফলকাম হবে না।

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ– যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। (সূরা আরাফ : ৮)

যার নেকি বেশি আর গোনাহ কম সে সফলকাম হবে। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই এই অবস্থা দেখে, একজনের একটা ভুল করা দেখেই তার সমস্ত সঠিক ও ভালো কাজের ওপর পানি ঢেলে দেই।

এক মহিলার দশটি ভালো গুণ, বিশটি মন্দ গুণ।

অথবা বিশটি ভালো গুণ, দশটি মন্দ গুণ।

এমন স্বামী, এমন ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন

যার মধ্যে মন্দ দিক আছে, আমরা সেটাকে ধরি। তাকে ইনসাল্ট করার জন্য আমরা হামলে পড়ি। তার সংশোধনের কোনো চেষ্টাই করি না। আল্লাহ তাআলার বিজ্ঞচিত রায় হল, মানুষের ভালো দিকটাকে দেখ, তার মন্দ দিকটা ছেড়ে দাও। আর মন্দ দিকটার ব্যাপারে সবর করে নাও। স্ত্রী তার স্বামীর ভালো দিকটা গ্রহণ করবে আর মন্দ দিকটার ব্যাপারে ধৈর্য ধরবে। পরস্পরকে এবং পুরো পরিবারকে বলছি, সমস্ত ভুলটাকে মেনে নাও, বরদাশত ও সহ্য করো। কিন্তু জবানের দ্বারা আঘাত করো না, এর দ্বারা বড় অনেক কিছু দূর্বল হয়ে যেতে পারে, অন্তর ফেটে যেতে পারে। আমি আপনাদের অবশ্যই অবশ্যই বলব যে, হাজারো দোষ হোক আপনারা সেটা দূর করার চেষ্টা করবেন। আর মানুষ তো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দোষ করবে, আর নিষ্পাপ হল আম্বিয়া কেরাম আলাইহিস সালাম। বাকি তো আমরা সব গোনাহগার আর বেকসূর নই। কিন্তু এমন একটা দোষ যা-

ঘর ভেঙে দিতে দেখি, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বিগড়ে দিতে দেখি। সন্তানদের পেরেশানি অবস্থায় দেখা যায়। খান্দানকে বিগড়ে দেয় কারো জবানের তেজের দ্বারা।

জবানকে সংযত করুন

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাআয রাযি.-কে বললেন, তুমি সারাদিনের সংক্ষিপ্ত কারগোজারি বর্ণনা কর, এটা তোমার জন্য খুবই জরুরি। নবীজী জিহবা মুবারক বের করে আঙ্গুল দ্বারা স্পর্শ করে বললেন–

كُفَّ هٰذَا

এই জবানকে আয়ত্তে রাখ।

মাআয রাযি. বললেন, জবানের কথা কি জিজ্ঞেস করা হবে?

সবচেয়ে বেশি জাহান্নামের দিকে ধাক্কা দিবে এই জবান। সবচেয়ে বেশি। ওলামাগণ লিখেছেন দুই গোনাহ এমন, কোনো লোক যদি জিহবার অপব্যবহার না থামায় তাহলে বার্ধক্যকালে তার তাওবা নসীব নাও হতে পারে। কারণ বার্ধক্যকালে সব গোনাহের জযবা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যদি অভ্যাস হয়ে যায়, তাহলে দুটি গোনাহ এমন যা বৃদ্ধকালে মনে থাকে না। একটা দৃষ্টির ভুল ব্যবহার। দুই জবানের ভুল ব্যবহার। এটা আমি আমাকে বলি এবং আপনাদেরও বলি যে, আপনাদের জবানকে আয়ত্তে রাখুন। এর দ্বারা মধু পান করা হয়, ভালো কিছু খাওয়ার কারণে এর মধ্যে তেজি ভাব আসে তখন সব ভালো কিছু ভুলে যায়। জবানের কথা যদি মিষ্টি হয় তাহলে বাকি দোষ মেনে নেওয়া যায়, বরদাশত করা যায়। জবানের ভাষা যদি আক্রমণাক্ত হয় তাহলে সব ভালো কিছু দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যায়। কিন্তু এটা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যদি তোমাদের দোষ দেখ তাহলে মেনে নাও। এটার কি হবে? এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাকে সুযোগ দেবেন, তোমার ঘর আবার আবাদ হয়ে যাবে। স্বামীর দোষ রয়েছে এটাকে বরদাশত কর। বিবির দোষ রয়েছে বরদাশত কর।

একটা ভুল কাজ করার কারণে তার সব ভালো কাজকে ফেলে দাও। সেও তো একজন মানুষ, সেও তো একজন মহিলা। সে তো এটা করেছে, ওটা করেছে। আমাদের জীবনটা অসহ্য হয়ে উঠেছে এসব ঘটনার কারণে। আমরা কারও দোষ দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণার শিকার হয়ে যাই। তার সমস্ত ভালো কাজকে তুরুপের তাসের মতো উড়িয়ে দেই। ভালো কিছু চোখে পড়ে না, তো তার খারাপ কাজের অনুসন্ধান শুরু করে দেই।

নফস শয়তানের গোলাম। আমাদের ঘর জুলুম-অত্যাচারে ভরে গেছে। কোনো ঘর, কোনো সমাজের সৌন্দর্য তো এই–

দোষ-ত্রুটিকে না দেখার ভান করে এগিয়ে যাব। ভালোটা দেখে তার সঠিক ব্যবহার করার চেষ্টা করব। শুদ্ধ ও ভালোটা কদর করা, গুরুত্ব দেওয়া এটা নবুয়তের আদর্শ। ভালোটাকে না দেখা, এড়িয়ে চলা রাজনীতির চরিত্র। এই মেজাজটা আমাদের সমাজে চলছে, পরিবারে চলছে, আর বর্তমানে এটাই চলছে। আর এটাই আমাদের চরিত্র। আমাদের আল্লাহ তাআলা এখানে জীবন চলার একটা উসূল বলে দিয়েছেন। দোষ-ত্রুটি মেনে নাও, না পারলেও বরদাশত কর।

وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থ– তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ। (সূরা নিসা :১৯)

আল্লাহ তাআলা ঘরকে সমস্ত ভালো দ্বারা ভরে দিন। এটা প্রথম থেকেই চলে আসছে। পবিত্র স্ত্রী এবং আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে কিছু ঊনিশ বিশ হয়ে যেত। আল্লাহর নবী একবার স্ত্রীদের প্রতি নারাজ হয়ে গেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের জবান দ্বারা খারাপ কিছু বলেন নি। নিজের হাত উঠান নি। এবং তিনি এমন কোনো ব্যবস্থা করেন নি যে, তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ বুঝতে পারেন যে, তাঁদের অপদস্ত করা হয়েছে। বরং তিনি নিরবতার সঙ্গে একমাস তাঁদের থেকে পৃথক থাকেন। আর এক মাস আলাদা থাকার কারণে সমস্ত ঘরে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে। সব ঘরে লজ্জা-অনুতাপ শুরু হয়ে যায়। আল্লাহর নবী নিজের কারণে কখনো কারও প্রতি নারাজ হন নি। শামায়েলে তিরমিযিতে এই ঘটনা বিদ্যমান–

لَايَغْضِبُ لِنَفْسِهٖ وَ لَا يَنْتَصِرُ لَهَا

কখনো নিজের কারণে কারো প্রতি আমি নারাজ হই নি এবং কারো থেকে বদলাও নেই নি কোনো কারণে। নারাজ হয়েছিলাম দীনের কারণে।

একমাস আলাদা হয়ে মসজিদে অবস্থান করেছি, ঘরে আসি নি। সকলের অনুতাপ-অনুশোচনা হয়ে গেছে।

স্ত্রী একটা ভুল করে ফেলেছে, ভুল করার কারণে তাকে বেইজ্জত করে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্ত্রী যদি লজ্জিত হয়। এরপর আবার ঘৃণা ও অপমানের শিকার হয়। তবে এই সতর্কতার কি ফায়দা হল। স্বামীর একটা ভুল হয়ে গেল, বিপরীতে স্ত্রী তার স্বামীর কাজের জন্য জিহবার অসভ্য ব্যবহার করল। স্বামী যখন তার ভুল বুঝতে পারে তখন তার ওপর জবান ব্যবহার করার কারণে কি লাভ হয়। যেহেতু সতর্কতা প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন রয়েছে, তাকে স্মরণ করানো যায়, তার দোষটা ধরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু দোষ ধরিয়ে দেওয়ার পর তাকে ধিককার দেওয়া, তাকে অসম্মান করা এটা কোনো ধরনের সতর্ক করা? এর নাম না সতর্কতা, না নসীহত, না তরবিয়ত।

সুতরাং স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরকে সহ্য করা, একে অপরের ভুল মেনে নেওয়া, বরদাশত করাটা জীবন সুন্দর ও সুখময় হওয়ার একটা উসূল বা নিয়ম। যাকে–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ– তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবন-যাপন করবে (সূরা নিসা :১৯)

বলে আল্লাহ তাআলা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেছেন। একটি কথা আমি বলছি, সমস্ত দোষ মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু তাজা জবানের আক্রমণ সহ্য করা যায় না। শক্ত কথাগুলো অন্তরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। স্ত্রী এবং স্বামীকে বলব, যদি দোষ করেই ফেলে, যদি রাগ হয়ে যাও তাহলে-

না হাত উঠাও, না এমন কোনো কিছু বল যাতে স্ত্রী ঘরের কোণে বসে কাঁদতে থাকে। চোখের পানি বের করে কাঁদতে থাকে আর বলতে থাকে এর সঙ্গে আমার বিয়ে কেন হয়েছিল। স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী যদি এমন কোনো কাজ করে ফেলে যে, স্ত্রীর প্রচণ্ড রাগ এসে যায়, তাহলে স্ত্রী এমন কোনো কথা না বলে ফেলে যে, আমার স্বামী আমাকে এভাবে অপমান করল, আমাকে এভাবে অসম্মান করল। এর দ্বারা সংসারে হু-হু করে বড় হতে থাকে সমস্যার পাহাড়। আমাদের সমাজের যৌথ পরিবার, সেখানে শ্বশুড়-শ্বাশুড়িদের বলছি যে, এমন কাজ কখনো করবেন না, যার দ্বারা দাম্পত্য জীবন অসহনীয় হয়ে উঠে। সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। এমন কথা কখনো বলবেন না, যার কারণে ছেলে বিগড়ে গিয়ে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকমের খারাপ আচরণ করে ফেলে।

স্ত্রীর বাবা-মাকে বলছি, মেয়েকে এমন কিছু বলে উসকে দিবেন না, যার কারণে সে রাগে-ক্ষোভে নিজের স্বামীর সঙ্গে অসংযত আচরণ করে ফেলে। স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং স্বামীকে অসম্মান করতে থাকে। আল্লাহর ওয়াস্তে! জবানকে ঘর আবাদ করার মাধ্যম বানাও, ঘর-পরিবার ধ্বংসের কারণ বানিও না।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিনার মতো পরিপূর্ণ সিনা আর কারো নেই। লওহে মাহফুজে আল্লাহ তাআলা কুরআন লিখিয়েছেন এবং তাঁর নবীর সিনার ওপর অবতরণ করিয়েছেন। যদি লওহে মাহফুজে কুরআনকে অবতরণ করা হয়, লওহে মাহফুজ কতোটুকু লম্বা-চওড়া আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যদি তার ওপর অবতরণ করানো হয়। তবে লওহে মাহফুজ তছনছ হয়ে যাবে। কিন্তু তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব।

একলাখ চব্বিশ হাজার আম্বিয়া কেরাম যাদের ওপর আল্লাহ তাআলার কালাম অবতীর্ণ হয়েছে–

মুসা আলাইহিস সালাম হাতে কিতাব ধরেছেন।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম হাতে কিতাব গ্রহণ করেছেন।

দাউদ আলাইহিস সালাম হাতে কিতাব গ্রহণ করেছেন।

ঈসা আলাইহিস সালাম হাতে কিতাব গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলায় কি হয়েছে?

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

অর্থ– নিশ্চয় আল কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হতে অবতীর্ণ। জিবরাঈল তা নিয়ে অবতরণ করেছে। আপনার হৃদয়ে যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন। (সূরা শোআরা :১৯২-১৯৪)

আল্লাহ তাআলার কালাম জিবরাঈল আমীন নিয়ে এসেছেন। কোথায় নিয়ে এসেছেন? আল্লাহ তাআলার মাহবুবের অন্তরের ওপর। তো আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর এতোটা ক্ষমতাবান যে,

সাত আসমান-জমিন একসঙ্গে এভাবে জড়ো কর,
এর সঙ্গে জান্নাতকে জড় কর,
এরপর আল্লাহ তাআলার আরশকেও জড় কর,
অতঃপর আল্লাহ তাআলার কুরসিকে জড় কর,
লওহে মাহফুজকে জড় কর।
আল্লাহ তাআলা সত্ত্বার কসম!
আমাদের নবীর সিনা মুবারক এর চেয়ে বেশি খোলা, এর চেয়ে বেশি প্রশস্ত, এর চেয়ে বেশি বিস্তর!

আল্লাহর কালাম তাঁর অন্তরে অবতরণ করা হয়েছে, তিনি সহ্য করেছেন, ধারণ করেছেন।

কতোটুকু বড় ছিল তার অন্তর! কত বড় তার দিল!

যা কুরআনকে ধারণ করেছে। আমার আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

অর্থ– আমি তো জানি, তারা যা বলে তাতে আপনার অন্তর সঙ্কুচিত হয়; সুতরাং আপনি নিজ প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হন; আপনার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত আপনি নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করুন। (সূরা হিজ্‌র :৯৮-৯৯)

হে আমার প্রিয় দেখতে পারছি, জানতে পারছি। দিল সংকীর্ণ হয়ে গেছে। কোন সে সিনা? যদি আরশ, কুরসি, সাত আসমান, সাত জমিন, জান্নাত, সূর্য, চাঁদ, তারকা, গ্রহ, নক্ষত্র এভাবে জোড়া দিয়ে লম্বা এবং চওড়া করে রাখা হয়, তবে এই সিনা তারচেয়ে বেশি প্রস্তুত। আল্লাহ তাআলা বলছেন,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ

অর্থ– আমি তো জানি।

আমার জানা আছে, ভালো করে জানা আছে, দৃঢ়ভাবে জানা আছে–

أَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ

অর্থ– তারা যা বলে তাতে আপনার অন্তর সঙ্কুচিত হয়;

কি কারণে– এই কারণে যে, আপনাকে পাথর মেরেছে?

بما يقاتلون

আপনার উপর তলোয়ার চালিয়েছে? তীর চালিয়েছে?
আপনাকে পাথর মেরেছে?

بما يضربون

আপনার সঙ্গে লড়াই করছে? না, না,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ

অর্থ– আমি তো জানি, ওরা যা বলে তাতে আপনার অন্তর সঙ্কুচিত হয়;

উকবা বিন আবি মুয়াইত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাড়ে চাদর দিয়ে এমনভাবে পেঁচিয়ে ধরলো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম! চোখ বের হয়ে আসার উপক্রম! তাকে তিনি কিছুই বলেন নি।

তায়েফে তাকে এমন পাথর মারা হয়েছে যে, তিনি চেতনা হারিয়েছিলেন।

সাফা গিয়েছিলেন উমরা করতে, সেখানে তিনি চেতনা হারিয়েছিলেন। আমার আল্লাহ বলছেন,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ

অর্থ– হে আমার প্রিয়! আমি জানি, লোকদের কথা শুনে আপনার অন্তর-সিনা সংকীর্ণ হয়ে গেছে!

কথা এমন বড় তলোওয়ার! এত বড় তীর! এত বড় সিনা বা অন্তর সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ

হে আমার প্রিয়! আমি জানি, লোকদের কথা শুনে আপনার অন্তর-সিনা সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে!

তারা যা কিছু আপনাকে বলেছে এর কারণে আপনার সিনা সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। কত বড় ব্যক্তিত্বকে বলে-

أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ

অর্থ– আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহ্গণকে বর্জন করব? (সূরা সাফ্ফাত : ৩৬)

এ ব্যক্তি তো কবি! এ তো পাগল! এর কথা কে মানে? তো কি ঝরই না বয়ে গেছে তাঁর অন্তরের ওপর! কথা এমন একটা জিনিস যা নবীদের সর্দার! সর্দারদের সর্দার! তাঁর সিনা সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। আমি আর আপনি সাধারণ মানুষ। আমরা তো এমনই করব, যার দ্বারা অন্তর মুষড়ে পড়ে। আমি আপনাদের প্রতি হাত জোড় করে বলছি!

দুজনের মাঝে উনিশ বিশ হতেই পারে, হয়ে যাক। কখনো এমন বাক্য ব্যবহার করবে না, যার দ্বারা অন্তর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, অপদস্ত হয়, অন্তর ফালি ফালি হয়ে যায়। আল্লাহ নবীকে বললেন, আপনাকে একটা অষুধ দিচ্ছি, যখন আপনার সঙ্গে এই ব্যবহার করা হয় যে,

লোকদের গালি, লোকদের অপবাদ, লোকদের তিরস্কার, ঘৃণ্য ধিককারের দ্বারা আপনার সিনা যখন সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়-

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ

অর্থ– সুতরাং আপনি নিজ প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সিজ্দাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হন;

এটা আপনার উম্মতের জন্য পয়গাম! আপনারও পয়গাম, আপনি তাদের ভূল কথার জবাব কোনো কিছুর দ্বারা দেবেন না। কি করবেন?

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

অর্থ– সুতরাং আপনি নিজ প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।

আপনার প্রতিপালককে স্মরণ করুণ। তার তাসবিহ পড়ুন...

وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ

অর্থ– এবং আপনি সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হন;

আপনার সিজদা বাড়িয়ে দিন। সিজদার মধ্যে মাথা রাখুন।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ

অর্থ– আপনি নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করুন।

আমাকে স্বরণ কর, আমার ইবাদতে লেগে যাও!

حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

অর্থ– আপনার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত।

এই পর্যন্ত যে আমাকে ডাক। আমি তোমার কাছে এসে যাব এবং তোমরা আমার রহমতের ছায়ায় এসে যাবে। লোকদের ধারালো কথা থেকে তো বাঁচা যাবে না। আর এটা তো চলছে চলবেই। তবে আমরা নিজ দায়িত্বে চেষ্টা করব যে, আমার সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে চেষ্টা করব যে, আমি একথা ছেড়ে দেব। কখনো হয়ে যায়! হয়ে যাবেই তো, যেহেতু আমরা মানুষ! হতেই পারে! ফওরান আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নেব। যার সঙ্গে এ ব্যাপারটা হয়েছে তার কাছে মাফ চেয়ে নেব। মামলা ঠিক হয়ে যাবে।

এমন ধরনের ব্যাপার হয় যদি, তো এর চিকিৎসা হল,

ব্যাপারটা আল্লাহর দিকে রুজু করা।

তাসবিহ পড়া, জিকির করা।

নামায পড়া, আল্লাহকে স্বরণ করা।

যদি বরদাশত না করতে পার, যদি মনোমালিন্য হয়ে যায়। তাহলে মাফ চেয়ে নাও। স্ত্রীর কাছে মাফ চাওয়া ইজ্জত। স্বামীর কাছে মাফ চাওয়া ইজ্জত! ইজ্জত বেড়ে যাবে বৈ কমবে না। কেউ বলে স্ত্রীর কাছে মাফ চাব না, চাইতে পারব না।

এটা মুর্খতা এবং তাকাব্বুর। এর থেকে বেঁচে থাক। স্ত্রী বলে আমি কেন মাফ চাইব? আমি তার কাছে ছোট হতে যাব কোন্ দুঃখে! এটাও মুর্খতা মানে চরম মুর্খতা এটা অহঙ্কার। উঁচু-নিচু তো অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে এটা মিটানোর জন্য মাফ চাওয়া, নত করে ফেলা।

সমস্ত ভুল-ত্রুটি বরদাশত করা যায়, কিন্তু জিহবার ভুল-ত্রুটি মাফ করা যায় না। এর দ্বারা অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজ জবানকে কোমল বানানোর চেষ্টা কর। কঠোর ভাষা ঘর থেকে বের করে দাও। তো! স্বামী-স্ত্রীর জেনে রাখা উচিত যে, স্বামীর সঙ্গে কি ব্যবহার করবে। উভয়ের বাবা-মার সঙ্গে কি আচরণ করবে। কারো সঙ্গে কখনো কঠোরতা করা যাবে না।

ফিলহাল, এই বিষয়টা আমি সবার সামনে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি, এই রিশতা যতোটা গুরুত্বপূর্ণ ততোটাই মজলুম। এর মধ্যে মহিলার ওপর জুলুম করা হয়। স্বামীর ওপর জুলুম করা হয়। এই সম্পর্কের পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যতাকে কেউ বুঝে না, কেউ বুঝায়ও না। ছেলে বড় হয়, বিয়ে করে কিন্তু মা-বাবা তখনো বুঝতে পারে না। মেয়ে বড় হয়, বিয়ে হয়, সন্তানের মা হয়, কিন্তু তখনো বুঝমান হয় নি। মেয়ে যদি ফিরে আসে তবে স্ত্রীর কি হক মা-বাবাকে কিভাবে বুঝাবে? তারা তো প্রথমে বলেছে যে, তারা বৃদ্ধ হয়ে গেছে, রুটি পাকানোর জন্য তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। তারা এটাই বুঝে যে, রুটি পাকানোর জন্য বিয়ে করেছে, বিয়ে দিয়েছে। বিয়ে বসেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেছেন, মহিলাকে তো রুটি পাকানোর জন্য লিখেন নাই। মহিলাদের দায়িত্ব কি? আল্লাহ তাওফিক দিলে সামনের মজলিসে বলার চেষ্টা করব। আমাদের সমাজ এ ব্যাপারে অনেক অজ্ঞ। এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই। মেহেরবাণী করা শেখ। এটা শিখার দ্বারা বড় একটা বিষয় আমাদের দায়িত্ব এসে যাবে। আর এটা আসবে তরবিয়তের মাধ্যমে। তরবিয়তের অর্থ হল, তাবলিগ। তাবলিগ যদি স্বামীর মধ্যে আসে, স্ত্রীর মধ্যে আসে। তাহলে পরিবর্তন আসবে। আর তাবলিগের মাধ্যমে তাবদিল বা পরিবর্তন আসবে। ইনশাআল্লাহ আচার-আচরণে পরিবর্তন আসবে, মেজাজেও পরিবর্তন আসবে। ইনশাআল্লাহ প্রতিটি ঘর অনেক সুন্দর অনুসরণযোগ্য ঘর তৈরি হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সমাপ্ত

রাহনুমা প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ-

- তারবিয়াতুস সালিক (১ম ও ২য় খণ্ড)
  মূল ঃ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.
  অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান
- সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন (১ম খণ্ড)
  মূল ঃ ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা,
  অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান
- তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন (১ম, ২য় খণ্ড এবং সব খণ্ড একত্রে)
  মূল ঃ ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা,
  অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান
- নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন
  মূল ঃ ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা,
  অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান
- আল্লাহ্‌র পরিচয়
  মূল ঃ মাওলানা তারিক জামিল,
  অনুবাদ ঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান

অসাধারণ তাবলিগী সফরনামা

- ইয়েমেনে এক শ বিশদিন
  প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

কিশোর সিরিজ-১

- প্রিয় নবীর হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরাম
  প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

কিশোর সিরিজ-২

- প্রিয় নবীর হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরাম
  প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

কিশোর সিরিজ-৩

- একজন নাস্তিক প্রফেসর
  প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম
- কুরআন প্রেমিকদের অমর কাহিনী
  মুহাম্মাদ মুয়াজ্জম হুসাইন ফারূকী
- হাদীসের প্রামাণ্যতা
  মূল ঃ বিচারপতি আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকি উসমানি,
  অনুবাদ ঃ মুফতী মুহিউদ্দীন কাসেমী
- সমাজ সংশোধনের দিক-নির্দেশনা
  মূল ঃ বিচারপতি আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকি উসমানি,
  অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম
- প্রচলিত ভুল
  লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক,
  আমীনুত তাদীম, মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা
- ঈমান সবার আগে
  লেখক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক,
  আমীনুত তাদীম, মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা
- সালাম, মুসাফাহা ও অনুমতি প্রার্থনা
  মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন সোফ্ত সাহেব,
  অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান রহমতী
- বক্তৃতার ডায়েরী
  মাওলানা আবদুল গাফফার শাহপুরী

- পুঁজি কম লাভ বেশি
  মুফতী মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন
- বাইবেলই বলে খৃস্টবাদ একটি বাতিল ধর্ম
  মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির ফাযলী
- ইমামের পিছনে কেরাত পড়া এবং তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা
  মূলঃ মুফতী আনোয়ার হোসেন চিশতী,
  সম্পাদনাঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান
- কাদিয়ানিরা অমুসলিম কেন?
  মূল ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মানযুর নুমানী রহ.
  অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মাদ নুরুদ্দীন
- প্রিয় নবীর দিন রাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
  মূল ঃ মাওলানা সা'দ হাসান ইউসুফী,
  অনুবাদ ঃ মুফতী মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন
- দৈনন্দিন জীবনে প্রিয় নবীর সুন্নাতসমূহ
  মূল ঃ মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ.
  অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আল আমিন চাঁদপুরী
- ইসলামের পরিচয়
  মূল ঃ সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.,
  অনুবাদ ঃ মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী
- দাওয়াত ও তাবলীগ : উসূল ও আদাব
  মূল ঃ মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী,
  অনুবাদ ঃ মুফতী হেদায়াতুল্লাহ
- সুন্নাহ্র আলোকে আমাদের নামায
  মুফতী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম আযম
- বুদ্ধির গল্প
  মাওলানা শামীম আহমাদ
- মুসলিম নারীর সংগ্রাম সাধনা
  মাওলানা শহীদুল ইসলাম মাজাহেরী
- ইসলামে জীবিকার নিরাপত্তা
  মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন
- ইমাম আবূ হানিফা রহ. এক শ ঘটনা
  মাওলানা রুহুল আমিন
- বড়দের বড়গুণ
  মাওলানা আশেক মাহমুদ
- কুরআন হাদীসের আলোকে
  তাবলীগের প্রশ্ন-উত্তর
  এস এম সলেহীন
- রক্তাক্ত ফিলিস্তিন
  মাওলানা শাফী বিন নূর
- আল্-মুনাব্বিহাত
  মূল ঃ ইবন হাজার আসকালানী রহ.
  মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির ফাযলী

প্রকাশের পথে--

দুনিয়া বিমুখ শত মনীষী
মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আবদুল জলীল

জীবন সন্ধ্যায় মানবতা
মূল ঃ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
অনুবাদ ঃ মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম জানা অজানা কথা
মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির ফাযলী

আসহাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
মাওলানা মাহবুবুর রহমান

ইসলামী আখলাক
মূল ঃ ইমাম গাযযালী রহ.
অনুবাদ ঃ মুফতী মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ মুন্সী



রাহনুমা প্রকাশিত কয়েকটি বই



প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।